𑄥𑄨𑄁𑄇𑄝𑄝

সিঙ্কাবা

• ঐক্য • শিক্ষা • শান্তি • সংস্কৃতি • প্রগতি

বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা

প্রকাশনা পর্ষদের সভাপতি
এ্যাড. দীননাথ তঞ্চঙ্গ্যা

সম্পাদক
কর্মধন তঞ্চঙ্গ্যা

সদস্য
সত্য বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা
লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
প্রভাষক মিলন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা
রনজিৎ তঞ্চঙ্গ্যা
রনি তঞ্চঙ্গ্যা
অমিতা তঞ্চঙ্গ্যা
সিদ্ধার্থ তঞ্চঙ্গ্যা
অজয় বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা
প্রীতি রঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যা
সুদীপ তঞ্চঙ্গ্যা
কৃষ্ণ তঞ্চঙ্গ্যা

প্রকাশনা স্বত্ব ও প্রকাশক
বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা

প্রকাশকাল
আগষ্ট, ২০১২ ইং

গ্রাফিক্স ডিজাইন ও মুদ্রণে
পিক্সেল স্টুডিও, শাহ আমানত সিটি কর্পো. সুপার মার্কেট, চট্টগ্রাম

শুভেচ্ছা মূল্য

শুভেচ্ছা বাণী

বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে **'সিঙকাবা'** নামে একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য সংকলন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আশা করি এই সংকলনের মাধ্যমে তঞ্চঙ্গ্যা জাতির বৈচিত্র্যগত ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা দিক আলোচিত হবে এবং প্রকাশিত হবে। সাথে সংরক্ষিত হবে সমাজের হারিয়ে যাওয়া বিলুপ্ত প্রায় ঐতিহ্যগত শব্দ, গান, কিটসা, পসন, গল্প, প্রবাদ-প্রবচন, বারমাসীসহ লোককাহিনীর সব বিষয়াবলী। তাছাড়া বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থার এবং তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের নানা খবরাখবর বা সংবাদ এই সংকলনে প্রকাশিত হবে। আর আশা করি যারা নিয়মিত সাহিত্য চর্চা করতে চান তাদের জন্য উপযুক্ত এবং সুন্দর একটি মাধ্যম হিসেবে এই 'সিঙকাবা' ভূমিকা রাখবে।

পরিশেষে **'সিঙকাবা'**র সাফল্য কামনা করে, বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থার তথা তঞ্চঙ্গ্যা জাতির একটি মুখপত্র বা সংকলন হিসেবে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

দীপংকর তালুকদার, এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

Raja Devasish Roy
Barrister-at-Law

Chakma Chief
Member, Advisory Committee
Ministry of
Chittagong Hill Tracts Affairs
Government of Bangladesh
Rajbari, Rangamati
Rangamati Hill tracts 45000
Bangladesh
Tel : (880-351) 62238
Fax : (880-351) 61109
E-mail : devasish59@yahoo.com

শুভেচ্ছা বাণী

বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে **'সিঙকাবা'** নামে একটি ত্রৈমাসিক সংকলন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই সংকলনের মাধ্যমে তঞ্চঙ্গ্যাদের বৈচিত্র্যগত ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা দিক আলোচিত হবে। সাথে সংরক্ষিত হবে সমাজের হারিয়ে যাওয়া বিলুপ্ত প্রায় বহু ঐতিহ্যের নিদর্শন যথা-ঐতিহ্যগত শব্দ, গান, কিটসা, পস্‌সন, গল্প, প্রবাদ-প্রবচন, বারমাসীসহ লোক-কাহিনী। তাছাড়া বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থার এবং তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের নানা সংবাদ এই সংকলনে প্রকাশিত হবে। সাহিত্যানুরাগীদের জন্য উপযুক্ত এবং উর্বর একটি মাধ্যম হিসেবে এই **'সিঙকাবা'** ভূমিকা রাখবে।

আমি এই প্রকাশনার সাফল্য কামনা করি এবং প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলের এই যুগোপযোগী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।

রাজা দেবাশীষ রায়
চাকমা রাজা

CamScanner

সভাপতি'র বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রামে যে কটি আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসবাস করছে তাদের মধ্যে **'তঞ্চঙ্গ্যা জাতি'** একটি। তঞ্চঙ্গ্যারা সেই স্মরণাতীতকাল থেকে এই পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করছে। এর আগের ইতিহাসটা অবশ্যই আরো দীর্ঘ। মায়ানমারের সেই আরাকান হয়ে এই পার্বত্য চট্টগ্রাম। পরবর্তীতে কাপ্তাই বাঁধের প্রাপ্তি অনেকে ভারতে গমন। তাদের এই দীর্ঘপথ অবশ্যই ছিলনা কোন মসৃণ। আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকায় তাহলে দেখব তঞ্চঙ্গ্যারা আরাকানে দৈনাক নামে বহুকাল ধরে বসবাস করে আসছে এবং এখানো আছে। দৈনাক অর্থ হচ্ছে 'যোদ্ধা', এটি মারমাদের কর্তৃক দেওয়া নাম। তঞ্চঙ্গ্যারা রাধামনের মধ্য দিয়ে তাদের যুদ্ধ জয়ের পূর্ব সুখ স্মৃতি বয়ে বেড়ায়। বর্তমানে তঞ্চঙ্গ্যারা পার্বত্য রাঙ্গামাটি জেলায় কাপ্তাই,বিলাইছড়ি,রাজস্থলী,জুরাছড়ি কাউখালী আবার লুংতদু, বাঘাইছড়ি। বান্দরবান জেলায় রোয়াংছড়ি, সদর, নাইক্ষ্যংছড়ি, আলীকদম, রুমা ও লামা উপজেলায়। চট্টগ্রাম জেলায় রাঙ্গুনিয়া আর কক্সবাজার জেলায় টেকনাফ, উখিয়া অঞ্চলে তঞ্চঙ্গ্যারা বসবাস করছে।

তঞ্চঙ্গ্যাদের নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালা আছে। আছে উবাগীত। তারা জুম ও জাদি নৃত্যের মধ্য দিয়ে তাদের নৃত্যধারাকে স্বতন্ত্র ও বাচিঁয়ে রেখেছে। তাদের আরো আছে প্রবাদ-প্রবচন, কিস্‌সা, পসন।

তঞ্চঙ্গ্যা জাতির মধ্যে রয়েছেন এমনসব বিরল সম্মানের অধিকারী ব্যক্তি যাদের কর্মকান্ড বা অবদান দেশ,কাল,সমাজ ও জাতির উর্ধে উঠে পুরো পৃথিবীকে করেছে আলোকিত আর জাতিকে করেছেন সম্মানিত। তারা হলেন সাধক কবি শিবচরণ, রাজগুরু প্রিয়রত্ন মহাস্থবির(গৃহী নাম পালকধন তঞ্চঙ্গ্যা),রাজগুরু অগ্রবংশ মহাস্থবির(গৃহী নাম ফুলনাথ তঞ্চঙ্গ্যা),রাজকবি পমলাধন তঞ্চঙ্গ্যা, শ্রেষ্ঠ গেঙ্গুলী বা রাজগেঙ্গুলী জয়চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা (কানা গেঙ্গুলী), শ্রেষ্ঠ বলি লাল মুনি তঞ্চঙ্গ্যা ,কবিরত্ন কার্ত্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা । সবগুলি রাজকীয় মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি।

১৯৭৯ সালে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজ কল্যাণ সংস্থা নামে বর্তমান বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে বর্তমান নাম বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় চলার পথে আমরা যাদের কাছে পেয়েছি তাদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এবং যাদের হারিয়েছি তাদের আত্মার মঙ্গল কামনা করছি। এই দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় আজ বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা যৌবন প্রাপ্ত হয়েছে। তার এই কর্মশক্তিকে পাথেয় করে আমরা সবাই সামনে এগিয়ে যেতে চাই জাতি,ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে।

বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা কেন্দ্রীয় কমিটি পক্ষ থেকে 'সিত্তকাবা' একটি প্রকাশনা বের হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। কারণ একটি জাতি যদি সঠিকভাবে বিকশিত হতে চায় এবং সামনে দিকে এগিয়ে যেতে চায় তাহলে সে জাতির সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি সংস্কৃতি চর্চার কোন বিকল্প নেই। আমি উক্ত প্রকাশনার সাফল্য কামনাসহ প্রকাশনার সাথে জড়িত সবার দীর্ঘায়ু ও সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

প্রসন্ন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা
সভাপতি
বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা কেন্দ্রীয় কমিটি

CamScanner

অসা করাআ/কাবিতাঙঅ করাআ/সম্পাদকীয় ঃ-

শুভ হোক সিঙকাবা'র পথ চলা

তঞ্চঙ্গ্যাদের ঐতিহ্যবাহী ঘরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে সিঙ্কাবা। সিঙ্কাবা হচ্ছে মূলতঃ ঘরের বিশেষ দিকের অংশ। যে অংশে হেলানো বেড়া থাকে সেটিই মূলত: **সিঙ্কাবা**। এ **'সিঙ্কাবা'**তে মুরুব্বীগণ পরিবারের ও সমাজের অভ্যাগত মান্যগন্য ও সুধী ব্যক্তিবর্গের সাথে এলাকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনাও সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। কাজেই ঘরের এ অংশটি পরিবারের সকলের নিকট খুবই সম্মানিত স্থান। তাই তঞ্চঙ্গ্যাদের জীবনের সুখ-দুঃখের গল্পকাহিনীর কথকের সাক্ষী হচ্ছে এ **'সিঙকাবা'**। তঞ্চঙ্গ্যাদের প্রকাশিত এ সিঙকাবা সমাজ গঠনে, প্রগতিশীল ও জাতির উন্নয়নের বৈঠকখানা সদৃশ।

বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির **"সাহিত্য ও প্রকাশনা বিভাগের"** উদ্যোগে **'সিঙ্কাবা'** নামে একটি প্রকাশনা বের করার মধ্য দিয়ে- যুগ যুগ ধরে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজ ও জাতিতে কত কীর্তি, সুখ-দুঃখ ও ঐতিহ্যের ইতিহাসের সাথে তঞ্চঙ্গ্যা জীবনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, শিক্ষা এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নের ধারাবাহিক ঐতিহ্যের গতিধারা সাধারণের মাঝে তুলে ধরে রাখার অব্যাহত প্রয়াসই এই সাহিত্য ও প্রকাশনা সংকলন। সে ঐতিহ্যের ধারা অব্যাহত রাখার প্রয়াস। তাই **"সাহিত্য ও প্রকাশনা বিভাগ"** জাতির কাছে সর্নিবন্ধ আহ্বান জানাচ্ছে; ঘরের **সিঙ্কাবায়** বসে মুরুব্বীরা যেমন যাবতীয় সমস্যার কথা আলোচনা করেন এবং পরিবার ও সমাজকে সঠিক পথে পরিচালনা করার দিক নির্দেশনা দেন; আজ সাহিত্যরূপ **সিঙ্কাবাও** সমাজের নানাবিধ সমস্যা, চিন্তা-ভাবনা ও মতামত বিনিময়সহ ন্যায় নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে, তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার একটি ক্ষেত্র হিসেবে **'সিঙকাবা'** সামনে এগিয়ে যেতে চায়। তাই **'সিঙকাবা'** আশা রাখে; জাতির ঐশ্বর্য্য আর গৌরবময় সংস্কৃতির উপকরণ এবং জীবনের সুখ-দঃখের স্বপ্নগুলি লেখনির মাধ্যমে **'সিঙকাবা'**র মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ও আলোচিত হবে, সযত্নে সংরক্ষণ থাকবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। তঞ্চঙ্গ্যা জাতির সুন্দর স্বপ্ন আর সবাইকে সাথে করে সামনে এগিয়ে চলার ব্রত নিয়েই এ **'সিঙ্কাবা'**র আত্মপ্রকাশ। সিঙকাবার যাত্রা শুভ হউক এ প্রত্যাশা রইল।

কর্মধন তঞ্চঙ্গ্যা
সম্পাদক
সিঙ্কাবা

বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা প্রসঙ্গে

এ্যাডভোকেট দীননাথ তঞ্চঙ্গ্যা

মহাসচিব, বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা, কেন্দ্রীয় কমিটি

তঞ্চঙ্গ্যা সমাজ কল্যাণ সংস্থা সংক্ষেপে (তসস) নামে তৎকালীন ১৯৮৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ২৪০জন সাধারণ সদস্য/সদস্যার উপস্থিতিতে সর্ব প্রথম ১৫ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের মাধ্যমে তঞ্চঙ্গ্যা জাতির উন্নয়ন সাধনকল্পে একটি সংগঠন গড়ে উঠে। লক্ষ্য উদ্দেশ্য হল তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে অনগ্রসর অংশে সমাজ উন্নয়নের ধারায় চালিত করে একটি উন্নততর জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে সমাজ ও দেশের গঠন মূলক ভূমিকা রাখা।

তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের প্রতিভাবানদের উৎসাহিত করে শিক্ষা সংস্কৃতি এবং নানাবিধ ক্ষেত্রে উৎকর্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজকে বাংলাদেশের জন সমাজের একাংশ হিসাবে দক্ষ জন সমাজে গড়ে তোলা।

তারই ধারাবাহিকতায় হাঁটি হাঁটি পা-পা করে আজকের "বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা" সংক্ষেপে (বা.ত.ক.স)। বলাবাহুল্য প্রথাগতভাবে শুরুতে এলাকা ভিত্তিক সামাজিক শৃংখলা ও সমাজ উন্নয়ন মূলক সাংগঠনিক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলেও এ সংস্থার মাধ্যমে তা পরবর্তীতে তঞ্চঙ্গ্যা জাতির সুশৃংখল অভিন্ন সামাজিক সংগঠনে রূপ নেয়। দিনটি যতদূর মনে পড়ে ১৯৭৯ সনের মার্চ মাস। প্রতিবছরের ন্যায় তিন পার্বত্য জেলার কেন্দ্রস্থল রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য লোকজ মেলা স্বর্ণশীল'৭৯ নামে এক প্রদর্শনী মেলা তৎকালীন (Exhibition) বসে। তারই প্রস্তুতি অনুযায়ী তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের অংশগ্রহণে মাসব্যাপী মেলায় অংশগ্রহণের জন্য অত্র সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক বাবু বিধুভূষণ তঞ্চঙ্গ্যাকে তৎকালীন উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউটের পরিচালক অশোক কুমার দেওয়ান ডেকে নিয়ে অনুষ্ঠানে তঞ্চঙ্গ্যা শিল্পীদের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তঞ্চঙ্গ্যা সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্য আহ্বান জানান। পরবর্তীতে ঐ বছরেই অর্থাৎ ১৯৭৯ সনেই তঞ্চঙ্গ্যা শিল্পীদের পরিবেশনায় নিজস্ব সংস্কৃতি, কৃষ্টি নির্ভর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে সর্বপ্রথম তঞ্চঙ্গ্যা শিল্পীগোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ ঘটে।

আমার যতদূর স্মরণ হয় সর্বপ্রথম সেই অনুষ্ঠানের অংশগ্রহনকারী শিল্পীগোষ্ঠির যে সকল সদস্যারা ছিলেন তার মধ্যে (১) দীননাথ তঞ্চঙ্গ্যা (২) আদি চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা (বর্তমানে সংসারধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ ভিক্ষু বা পৌরহিত্য বরণ করেছেন) (৩) সুনীলা তঞ্চঙ্গ্যা (প্রয়াত) (৪) রোহিনী তঞ্চঙ্গ্যা (৫)ফুলধর তঞ্চঙ্গ্যা (কালিগর) (৬) পরিমল তঞ্চঙ্গ্যা (প্রয়াত) (৭) মীনা তঞ্চঙ্গ্যা (প্রয়াত) (৮) শোভা তঞ্চঙ্গ্যা (প্রয়াত) (৯) জয়শ্রী তঞ্চঙ্গ্যা (১০) উজ্জ্বলা তঞ্চঙ্গ্যা (১১) স্নিগ্ধা তঞ্চঙ্গ্যা (১২) অমল বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা প্রমূখ।

উল্লেখ্য যে, তৎকালীন উক্ত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণসহ যাবতীয় আর্থিক যোগান দিয়ে ছিলেন স্বর্গীয় জ্ঞান বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা। তঞ্চঙ্গ্যা জাতির সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তঞ্চঙ্গ্যা শিল্পীগোষ্ঠীর এই আনুষ্ঠানিক প্রথম পদযাত্রা যেমন ফেলে আসা বিগত ৩৪ বছরের আনন্দের স্মৃতিগুলির মাঝে স্মৃতির পাতায় উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেয়; তেমনি ঐ একই স্মৃতির মাঝে বেদনার একটি ঘটনার কথাও মন থেকে কোন ভাবে মুছে ফেলা যায়না। তেমনি একটি স্মৃতির কথা এখানে উল্লেখ না করে পারছিনা; কারণ আমরা যারা ঐ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনকারী ১৩টি সম্প্রদায়ের শিল্পী ও যন্ত্র শিল্পীরা ছিলাম আমি মনে করি তাদের মধ্যে যারা এখনও পৃথিবীতে সৃষ্টিকর্তার অপার মহিমায় বেঁচে আছি বা আছেন তাদের প্রত্যেকের স্মৃতিতে এই বেদনার স্মৃতিটিও গেঁথে আছে।

১৯৭৯ সনের স্বর্ণশিলা মেলায় একনাগারে ১৮/১৯ দিন অনুষ্ঠান করার পর একদিন বিকেল দুইটা কি আড়াইটা নাগাদ আমরা আমাদের গ্রুপের কয়েক জনকে নিয়ে কালিন্দী পুর হতে গর্জন তলীস্থ লুসাই শিল্পীদের আবাসস্থলে চায়ের আমন্ত্রণে চা খেতে যাই; আমরা তথায় পৌঁছার পর কয়েকজন চা রান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন এইফাঁকে ২/৩জন মহিলা শিল্পী পার্শ্ববর্তী লেকে স্নান করতে যায়। কিছুক্ষণ যেতে না যেতে হৈচৈ শুনে গিয়ে দেখি একজন পানিতে ডুবে গেছে; তাৎক্ষনিক দেরী না করে অমনি আশে পাশের লোকজন জাল দিয়ে নেমে গিয়ে খুঁজতে লাগল, কেউ কেউ খালিহাতে ডুবদিয়ে খুঁজতে লাগল; অনেকক্ষণ খোজাখুঁজির পর হঠাৎ এক হিন্দু ভদ্রলোক লেকের মাঝখানের গভীর পানি থেকে ঐ মহিলাকে তুলে আনলেন। ঐ অবস্থায় মহিলার পেট থেকে পানি বের করার অনেক চেষ্টা হল অবশেষে তড়িঘড়ি করে হাসপাতালে নেয়া হলে ডাক্তার মহিলাকে মৃত ঘোষণা করলেন। সেখানে এক মর্মস্পর্শী পরিবেশের মধ্যে মৃতদেহটিকে প্রভু যীশুটিলাস্থ গীর্জায় নিয়ে যাওয়া হল; সেখানে একে একে সকলে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর পর গীর্জায় মধ্যরাত অবধি তার আত্মার শান্তিকামনার মধ্যদিয়ে আমরা তাকে শেষ বিদায় জানালাম এবং পরদিন মরদেহ সেই সুদুর সাজেক নিয়ে গেল। উল্লেখ্য ঐ মহিলা শিল্পী ছিলেন ঐ সময়ের লুসাই শিল্পী গোষ্ঠির দলনেতা বাবু লালদৌয়া লুসাই এর শ্যালিকা।

CS CamScanner

আর এভাবে ঐ ঘটনার মধ্যদিয়ে পরদিন হতে আমদের সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী আমরা ১৩টি সম্প্রদায়ের শিল্পীদের অনুরোধে জেলা প্রশাসনের পক্ষ হতে ঐ বছরের জন্য বন্ধ রাখা হল।

পরবর্তীতে একই ধারা বাহিকতায় ১৯৮০ সন হতে প্রতিবছর তঞ্চঙ্গ্যা শিল্পীগোষ্ঠির অংশগ্রহণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হতো তঞ্চঙ্গ্যা ঐতিহ্যবাহী নাচ, গান, গিংগীলী আর উবাগীত। একই সংগে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ও বাদ যেত না।

আমার যতটুকু মনে পড়ে ঐ অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে ১৯৭৯ সনের একদিন সকাল বেলা তারিখটা মনে পড়ছেনা; তৎকালীন বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউটের পরিচালক অশোক কুমার দেওয়ান- বাবু বিধুভূষণ তঞ্চঙ্গ্যা, বাবু অমি চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা এবং আমাকে (দীননাথ) তাঁর অফিসে ডেকে পাঠান। আমরা যথারীতি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি এবং ঐ সময় তিনি তাঁর স্বভাব সুলভ ভাষায় সমগ্র তঞ্চঙ্গ্যা জাতির সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সাংগঠনিক ভূমিকার অপরিহার্য্যতার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, আপনাদের (তঞ্চঙ্গ্যাদের) সংস্কৃতি, কৃষ্টির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে যা চাকমাদের সাথে সাদৃশ্য নয়। আপনাদের শিক্ষাদীক্ষায় আরও অগ্রসর হতে হবে। সার্বিক দিক উন্নয়নের জন্য তিনি তঞ্চঙ্গ্যা জাতির সম্মিলিত একটি সামাজিক এবং সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক একটি সংগঠন গড়ে তোলার উৎসাহ ও পরামর্শ দেন; যার মাধ্যমে সমগ্র তঞ্চঙ্গ্যা অধ্যুষিত অঞ্চলে শিক্ষা, সংস্কৃতির উন্নয়ন সাধন করা যায়। সর্বোপরী তঞ্চঙ্গ্যা সংস্কৃতিকে ধরে রাখার জন্য সাংস্কৃতিক চর্চা অব্যাহত রাখার তাগিদ দেন এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে জোড়ালোভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সকল রকমের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

এভাবে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ১৯৮৩ইং সনের ১১ সেপ্টেম্বর রইশ্যা বিলিতে গঠিত হয় তঞ্চঙ্গ্যা সমাজ কল্যাণ সংস্থা (তসস); তারই ধারাবাহিকতায় বান্দরবানের বালাঘাটাস্থ প্রাইমারী স্কুল মাঠে ১৯৯৫ সনের ৮ইএপ্রিল তারিখে তঞ্চঙ্গ্যা মহা-সম্মেলনের মাধ্যমে পূর্বতন (তসস) তঞ্চঙ্গ্যা সমাজ কল্যাণ সংস্থা নামটি পরিবর্তন করে **"বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা"** (বা.ত.ক.স) নামকরণ করা হয়। ১৯৮৩ সনের পরে ১৯৯৫ সনের পূর্বেও যথারীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যথাক্রমে ওয়াগ্গা অঞ্চলে ২ বার, বান্দরবানে ২ বার ও সর্বশেষ গত ২০০৯ সনের ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর রাঙ্গামাটিতে ৬ষ্ঠ প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তঞ্চঙ্গ্যা জাতিসত্বার এ সংগঠনটি দীর্ঘকাল যাবৎ নিজেদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথাকে অনুশীলন ও প্রতিপালনের মাধ্যমে সংরক্ষণ ও লালন করে আসছে। ইহাতে তঞ্চঙ্গ্যাদের সামাজিক, ধর্মীয়, রীতির আচার-আচরণে তঞ্চঙ্গ্যা জন সমাজ যেমন যত্নবান ও অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল, তেমনি পাশাপাশি অন্যান্য জাতি স্বত্বা সমূহের ধর্মীয়, সামাজিক রীতি ও প্রথাকেও গুরুত্ব সহকারে শ্রদ্ধা জানাতে কার্পণ্য করেনা।

সর্বোপরি তঞ্চঙ্গ্যা জাতিসত্বা দেশের অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিসত্বার মত নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে সমাজের অনগ্রসর অংশকে শিক্ষায় দীক্ষায় অগ্রগামী করে একটি শিক্ষিত জাতিতে গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশ গঠনে ভূমিকা রাখার প্রয়াস অব্যাহত রাখবে দৃঢ়ভাবে এ আশা করে।

বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা বিভিন্ন চড়াই উৎরাই পার হয়ে পূর্বের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে গত ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর ২০০৯ইং সনে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ প্রতিনিধি সম্মেলনের মাধ্যমে নবগঠিত কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি নির্বাচিত হওয়ার পর হতে সংগঠনকে বেগবান করার লক্ষ্যে যে সকল কার্যক্রম হাতে নিয়েছে তার কিছুটা তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করছি-

সংস্থার নবগঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সভায় গৃহীত কার্য পরিকল্পনা অনুযায়ী এ পর্যন্ত-

০১. **ভাষা ও শিক্ষার উন্নয়ন:** ভাষা শিক্ষা কমিটি গঠনের মাধ্যমে তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালা সম্বলিত মাতৃভাষা শিক্ষার প্রাথমিক স্তরের উপযোগি পাঠ্য বই প্রচলন করার কাজ সম্পন্ন করেছে। এ লক্ষ্যে সংস্থার পক্ষ হতে কাজ করার জন্য একটি ভাষা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং এ কমিটি সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে প্রতি নিয়ত যোগাযোগ ও পরামর্শক্রমে তাদের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে।

০২. **সাংস্কৃতিক উন্নয়ন:** তঞ্চঙ্গ্যা সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সাংস্কৃতিক চর্চা ও সংরক্ষণ এর লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধনকল্পে তঞ্চঙ্গ্যা কালচারাল ফোরামের মাধ্যমে যাবতীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হাতে নেয়া হয়েছে। এলক্ষ্যে তঞ্চঙ্গ্যা কালচারাল ফোরামকে নতুনভাবে সাজিয়ে নৃত্য, গীত, নাটক, আবৃত্তি এবং ঐতিহ্যবাহী গীংগিলী গীত ও খেংখরাং/খেংখ্যাং, বাঁশীর প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। এরই মধ্যে রাঙ্গামাটিতে নাচের উপর ১০দিন ব্যাপি নৃত্য প্রশিক্ষণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। একই সাথে অন্যান্য বিষয়গুলি পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করার জন্য তঞ্চঙ্গ্যা কালচারেল ফোরামকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

CS CamScanner

০৩. **শিক্ষার উন্নয়ন:** তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে তঞ্চঙ্গ্যা ছাত্র কল্যাণ ফোরামের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের তুলে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি জেলা সদরে একটি করে ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের থাকার ব্যবস্থা হাতে নেয়া হয়েছে; তারই অংশ হিসেবে ইতো মধ্যে মাননীয় পার্বত্য মন্ত্রনালয়ের অর্থায়নে সংস্থার নিজস্ব জায়গায় প্রথম পর্বে ৫০লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাঙ্গামাটি সদরে সংস্থার কমপ্লেক্স নির্মানের কাজ শুরু করা হয়েছে।

০৪. **সংস্থার কেন্দ্রীয় তহবিল সংরক্ষণ:** সংস্থার কেন্দ্রীয় তহবিল নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সংস্থার অর্থ সম্পাদককে প্রধান করে একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে যাবতীয় আর্থিক লেন-দেনের হিসাব সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

০৫. **সাহিত্য চর্চার উন্নয়ন:** সাহিত্য চর্চা-র ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে সাহিত্যানুরাগীদের মধ্যে পাঠক ও লেখক সৃষ্টির জন্যে নিজস্ব একটি ত্রৈমাসিক/সাময়িকী বের করার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও সাহিত্য চর্চার জন্য প্রান্তিক পর্যায়ের সাহিত্যানুরাগীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সাময়িকী প্রকাশের সার্বিক সহযোগিতা কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নেয়া হয়।

০৬. **পারিবারিক ও প্রথাগত আইনের সংরক্ষণ:** তঞ্চঙ্গ্যা পারিবারিক আইন বা প্রথাগত বিধি বিধানের সুষ্ঠুভাবে চর্চা ও সংরক্ষণের নিমিত্তে তঞ্চঙ্গ্যা সামাজিক রীতি- প্রথা সম্বলিত একটি পুস্তক বের করার পরিকল্পনা করা হয়েছে যা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।

০৭. **নারী অধিকার সংরক্ষণ:** তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে নারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সক্রিয় ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি এবং নারীদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারের বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে আলোচনা, মতামত সংগ্রহ, সমাজে নারীদের ভূমিকায় পরিবার তথাসমাজ গঠনে গুরুত্বতা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।

০৮. **খেলাধুলার উন্নয়ন:** খেলাধুলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা চর্চার কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। তঞ্চঙ্গ্যা জাতির জাতীয় খেলা "ঘিলা খেলা"কে ধরে রাখার জন্য এবং সুস্থ চর্চার জন্য কেন্দ্রীয় ভাবে একটি গোল্ডকাপ খেলার আয়োজন হাতে নেয়া হয়েছে। এ গোল্ডকাপ প্রতিযোগিতা খেলা তঞ্চঙ্গ্যাদের প্রতি বছরের "বিষু" উপলক্ষ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। এ বছর প্রথম বারের মত রোয়াংছড়ি সদরে গোল্ডকাপ "ঘিলা খেলা" প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

০৯. **সংস্থার সাংগঠনিক উন্নয়ন:** সংস্থার সার্বিক কাজের গতিবৃদ্ধির লক্ষ্যে অঞ্চল কমিটিগুলোকে পর্যায়ক্রমে পুর্নগঠনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যে ২টি অঞ্চলের আঞ্চলিক কমিটির কাউন্সিলের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে; পর্যায়ক্রমে বাকী অঞ্চল কমিটি সমূহের কাউন্সিলের মাধ্যমে পুর্নগঠনের কাজ সম্পন্ন করা হবে।

উল্লিখিত কর্মসূচী ছাড়াও সংস্থার মাধ্যমে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে শিক্ষার হার বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজে নারীদের অধিকার এবং পারিবারিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে তঞ্চঙ্গ্যা জাতিকে শতভাগ শিক্ষায় অগ্রসর হওয়ার উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে এটি কাজ চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় আশা রাখে। সে লক্ষ্যে বর্তমান কার্যকরী কমিটি তঞ্চঙ্গ্যা জাতির মঙ্গলার্থে যে সকল কাজ করে যাচ্ছে সে সকল কাজের সফলতা ব্যর্থতার বিষয়ে গঠন মূলক সমালোচনা যেমন আশা করে একই ভাবে ভুল-ভ্রান্তি, ব্যর্থতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সমাজের সকলের কাছে গঠন মূলক পরামর্শ ও আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছে। কোনক্ষিছুর বিরোধীতার খাতিরে বিরোধিতা না হয়ে গঠন মূলক সমালোচনার মাধ্যমে আগামী দিনগুলি কিভাবে তঞ্চঙ্গ্যা জাতিকে সার্বিক উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সে লক্ষ্যে গঠনমূলক পরামর্শ ও সুধী সমাজের কাছে আন্তরিকভাবে আশা করছি। আসুন মতাদর্শের ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক, মানুষের ভুল ভ্রান্তি ও অস্বাভাবিক নয়। উদ্দেশ্য যদি তঞ্চঙ্গ্যা জাতির উন্নয়ন তথা বৃহত্তর উন্নয়নের স্বার্থে মহৎ হয় তাহলে সব ভেদাভেদ ভুলে জাতির জন্য এক হয়ে জাতির মঙ্গলার্থে সম্মিলিতভাবে পারস্পরিক আন্তরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তঞ্চঙ্গ্যা জাতিকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাই- পরিশেষে সকল সুধীজনের সমীপে এ কামনাই রইল।

প্রবন্ধ ঃ

তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালা চর্চার ক্রমবিকাশ

প্রকৌশলী নবকুমার তঞ্চঙ্গ্যা
আহ্বায়ক, তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা কমিটি

বিগত ২০০৭ইং সালের ১২সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬১তম অধিবেশনে বিশ্বে বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠির বিলুপ্তির কবল থেকে রক্ষা ও অধিকার বিষয়ক ঘোষণা পত্রের ১৪নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আদিবাসী জনগোষ্ঠির অস্তিত্ব রক্ষা ও নিজস্ব ভাষায় শিক্ষা গ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশের পার্বত্য চুক্তির ৩৩খ(২) ধারায় বর্ণিত চুক্তি সম্পাদনের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন আদিবাসী লোকেরা বাংলা ও ইংরেজী শিক্ষার পাশাপাশি কোমলমতি শিশুদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করার অধিকার অর্জন করে।

এরই আলোকে UNDP-CHTDF এর পৃষ্ঠপোষকতায় স্থানীয় এনজিও সংস্থা "সাস" (SAS) এর পক্ষে তখনকার এমএলইও (MLEO) বাবু মৃণাল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা এর উপস্থিতিতে নিজেদের মাতৃভাষার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য ভাষা কমিটি গঠনের লক্ষ্যে বিগত ১লা আগষ্ট, ২০০৮ ইং তারিখে বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থার সম্মানিত কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক বাবু প্রসন্ন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যার সভাপতিত্বে এবং সংস্থার যুগ্ম আহ্বায়ক বাবু দীননাথ তঞ্চঙ্গ্যার সঞ্চালনায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাঙ্গামাটি ও বান্দরবন জেলা'র অর্ন্তগত বিভিন্ন এলাকা থেকে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে ৫ (পাঁচ) উপদেষ্টা এবং ১৫ (পনের) সদস্য বিশিষ্ট একটি "তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা আহ্বায়ক কমিটি " গঠিত হয়। গঠিত কমিটির সদস্য-সদস্যাগণের নাম ও পদবী ঃ-

উপদেষ্টা কমিটি	
১। মাননীয় চাকমা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায়	প্রধান পৃষ্ঠপোষক
২। শ্রী বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা	উপদেষ্টা
৩। বাবু প্রসন্ন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা	উপদেষ্টা
৪। এড দীননাথ তঞ্চঙ্গ্যা	উপদেষ্টা
৫। বাবু রতিকান্তি তঞ্চঙ্গ্যা	উপদেষ্টা
৬। বাবু অনিল তঞ্চঙ্গ্যা	উপদেষ্টা

ভাষা আহ্বায়ক কমিটি	
১। প্রকৌশলী নব কুমার তঞ্চঙ্গ্যা	আহ্বায়ক
২। সত্য বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা	সদস্য-সচিব
৩। প্রভাষক মিলন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা	সদস্য
৪। লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা	সদস্য
৫। সুচিত্রা তঞ্চঙ্গ্যা	সদস্যা
৬। তাসাইয়া তঞ্চঙ্গ্যা	সদস্য
৭। অমিতা তঞ্চঙ্গ্যা	সদস্যা
৮। সুজন তঞ্চঙ্গ্যা	সদস্য
৯। ছায়েক কুমার তঞ্চঙ্গ্যা	সদস্য
১০। প্রীতি রঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যা	সদস্য
১১। লবক্যা তঞ্চঙ্গ্যা	সদস্য
১২। নীলা চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা	সদস্য
১৩। কর্মধন তঞ্চঙ্গ্যা	সদস্য
১৪। কবিরাজ মিলন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা	সদস্য
১৫। সতীশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা	সদস্য

স্মরণ করা যেতে পারে যে, শ্রী অরুণ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা সভাপতিত্বে রইশ্যাবিলিতে ১৯৬৬ সনে বাংলাদেশের তৎকালীন তঞ্চঙ্গ্যা জাতির মধ্যে একমাত্র প্রথম বি,এ পাশ প্রয়াত ঈশ্বর চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যাকে সভাপতি ও আমাকে (নবকুমার তঞ্চঙ্গ্যাকে) সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট তঞ্চঙ্গ্যার সমাজ কল্যাণ ও উন্নয়ন কমিটি গঠিত হয়েছিল। উক্ত কমিটির উদ্যোগে তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে যাদু বিদ্যায় পারদর্শী ডমরু খেলোয়ার প্রয়াত গজেন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা (বলী), প্রসিদ্ধ বৈদ্য প্রয়াত বাংগ্রা কার্বারী ও প্রয়াত কালাচান তঞ্চঙ্গ্যার (বৈদ্য) নিকট আদি প্রচলিত তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালা হাতে লিখা বার্মিজ- তঞ্চঙ্গ্যা মিশ্রিত বর্ণমালায় তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় লিখা ও শেখার চর্চা পুনঃউদ্যমে শুরু হয়; কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে সে প্রয়াস বেশী দূর এগোতে পারেনি।

CamScanner

২০০৮ সালে Suport to the besic education in CHT project এর আওতায় মাতৃভাষা ভিত্তিক শিশুশিক্ষা কার্যক্রম শুরুর অনেক আগে তঞ্চঙ্গ্যা নিজস্ব বর্ণমালা সংরক্ষণের বিষয়টি তঞ্চঙ্গ্যা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সঙ্গে আমার প্রায়শঃই আলোচনা হতো। তন্মধ্যে বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক শ্রী বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা এবং বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট সমাজ কর্মী, শিক্ষক বাবু বিধুভূষণ তঞ্চঙ্গ্যার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তঞ্চঙ্গ্যা জাতির প্রবীণ ব্যক্তি, বৈদ্য, লেখক, শিক্ষক, সমাজ কর্মী, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রী ও সমাজের বুদ্ধিজীবিগণের সক্রিয় সহযোগিতায় বিলুপ্তপ্রায় আদিকালে ব্যবহারিত তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালা সংগ্রহ ও উদ্ধার করে ব্যবহার উপযোগি করার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের সক্রিয় সহযোগিতার পাশাপাশি বিশেষ করে এ বিষয়ে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা সংস্থার কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির কার্যকালীন সময়ে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসী জাতিসত্ত্বা সমুহের স্ব স্ব মাতৃভাষা শিক্ষা কার্যক্রমকে জোরদার করার লক্ষ্যে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের গুরুত্বকে প্রাধান্য দিয়ে এ বিষয়ে পূর্বের সভাগুলিতে সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটি একটি **"তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা কমিটি"** গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এ বিষয়ে ২০০৮ইং তারিখের সভায় তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালার পূর্ণাঙ্গ প্রিন্ট উপস্থাপনের আহ্বান জানানো হলে সভায় তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সংস্থার যুগ্ম আহ্বায়ক এ্যাড. দীননাথ তঞ্চঙ্গ্যা উল্লেখ করেন, ভারতের ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের (Directorate of distence Education, Tripura University; ডাইরেক্টরেট অব ডিসটেন্স এডুকেশন) গবেষণা ইন্সটিটিউটের সহকারী পরিচালক ড. শ্রী রূপক দেবনাথ নামে ভারতীয় এক গবেষক তাঁর (An Ethno-Linguistic inquiry in to the origins of Chakma and Tanchangya) চাকমা – তঞ্চঙ্গ্যাদের সম্পর্কে গবেষণা করছেন এবং তার কাছ থেকে জানতে পেরেছেন- ভারত, বার্মায় বসবাসরত তঞ্চঙ্গ্যা/দৈনাক বৈদ্যগণ নিজস্ব বর্ণমালা ব্যবহার করেন। উল্লেখ্য যে, আমাদের বাংলাদেশেও তঞ্চঙ্গ্যাদের নিজস্ব হরফে বৈদ্যগণের মধ্যে তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালা ব্যবহার বিদ্যমান কিন্তু তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তিনি (দীননাথ) দীর্ঘ (দুই) বছর ধরে তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে যারা প্রবীণ এবং এককালে তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালা চর্চা করতেন তেমন লোকেদের সাথে বেশ কয়েক বার যোগাযোগ করে সর্বোপরি বিশেষ করে ড. শ্রী রূপক দেবনাথের মাধ্যমে সম্প্রতি তাঁর গবেষণাকালে সংগৃহীত উক্ত বর্ণমালার একটি পূর্ণাঙ্গ প্রিন্ট উক্ত সভায় পেশ করেন। সভায় উপস্থিত তিন-চারজন বৈদ্য/কবিরাজ বাংলাদেশে তাদের ব্যবহৃত তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালার সাথে তুলনা করে মত প্রকাশ করেন যে, দু'একটা বর্ণ ব্যতীত অধিকাংশ বর্ণের মিল থাকায় সেগুলোই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়। এই ব্যাপারে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নবগঠিত ভাষা কমিটিকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

অত্র কমিটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে Save the children, SIL বাংলাদেশ এর যৌথ আয়োজনে ও কারিগরি সহযোগিতায় তঞ্চঙ্গ্যা ও অন্যান্যআদিবাসী প্রাক্-প্রাথমিক শিশুদের জন্য পাঠ্যক্রম প্রণয়ন , শিক্ষা উপকরণ তৈরী ও উন্নয়নের কর্মশালায় বিভিন্ন সময়ে কমিটির বিভিন্ন সদস্য অংশ গ্রহন করেন। তন্মধ্যে কমিটির সদস্য সচিব বাবু সত্য বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা, সদস্য বাবু মিলন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা (প্রভাষক) ও সদস্য বাবু লগ্নকুমার তঞ্চঙ্গ্যা নিয়মিত প্রায় সকল কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেন। কর্মশালায় অংশগ্রহনকারী ব্যক্তিগণের অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে এবং কমিটির সকল সদস্য- সদস্যার সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে কোমলমতি শিশুদের জন্য তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালার পরিচিতি বই ছাপার অক্ষরে প্রথম প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়। পরবর্তী কালে SAS ও SIL International এর MLEO হিসাবে দায়িত্ব পালন কালীন সময়ে বাবু কর্মধন তঞ্চঙ্গ্যা বইটি প্রস্তুতকালে কম্পিউটার কম্পোজ এর পাশাপাশি তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা কমিটির সাথে যৌথ সম্পাদনার কাজে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন এবং কমিটির বাইরে থেকেও শিশুতোষ বর্ণ ভিত্তিক বিভিন্ন ছবি এঁকে দিয়ে বিশেষ সহায়তা করেছেন বাবু সৌরভ তঞ্চঙ্গ্যা এবং বাবু মংক্র মারমা। তজ্জন্য আমি তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

উল্লেখ্য যে, তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে ৭টা গছা আছে। এর মধ্যে কারওয়া গছা, মোঅ গছা, ধন্যা গছা ও মংলা গছা থেকে শব্দ সংগ্রহের সুযোগ হয়েছে। বাকী ৩টি গছা থেকেও পরবর্তীতে মৌলিক শব্দ সংগ্রহের জন্য প্রচেষ্টা থাকবে।একই সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি সহযোগিতার জন্য ভাষা কমিটির পক্ষ থেকে অনুরোধ রইল।

বর্তমানে রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়াতে আদিবাসী ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা সমূহের ভাষা-সাংস্কৃতিক ও সামাজিক স্বকীয়তা রক্ষিত হবে বলে আমি আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। আমি তঞ্চঙ্গ্যা জাতি সত্ত্বার সুধীজন, বর্তমান ও অনাগত প্রজন্মের সকল মহলকে নিজস্ব জাতীয় ভাষা জানা, পঠন, লেখন ও সংরক্ষণে আন্তরিক হওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ করছি এবং আগামী দিনগুলোতে ভাষা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য সকলের সহযোগিতা পাবো এ প্রত্যাশা রাখি।

CamScanner

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তঞ্চঙ্গ্যাদের কি অবদান আছে ?

শ্রীবীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম বলতে সাধারণত বাংলাদেশের পাহাড়ি আদিবাসীদের আবাসভূমিকেই বোঝানো হয়ে থাকে। চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো বা মুরং, পাঙখোয়া, বম, লুসাই, খুমি, খিয়াংচাক, অহমিয়া ও গুর্খা প্রভৃতি আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসবাস এখানে। এদের মধ্যে কতিপয় জাতিগোষ্ঠী শিক্ষাদীক্ষা, আর্থ-সামাজিক, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি লাভ করেছে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের পরিচিতি যেমন তুলে ধরেছে, তেমনি নিজেদের উল্লেখযোগ্য অবদানও রাখতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে যে জাতি বা জনগোষ্ঠী বিশ্বের কাছে গুরুত্বপূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে তঞ্চঙ্গ্যারা জনসংখ্যায় চতুর্থস্থানের অধিকারী। অবশ্য বাংলাদেশে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলাতেও তাদের বসতি আছে। চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানার রইস্যাখিলি এলাকায় বসবাসরত তঞ্চঙ্গ্যারা লেখাপড়া ও আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি অর্জন করলেও কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া এলাকায় বসবাসরত তঞ্চঙ্গ্যাগণ এসব ক্ষেত্রে যেমন অনগ্রসর তেমনি নানাভাবে তারা সুবিধাবঞ্চিত।

পার্বত্য চট্টগ্রামের তঞ্চঙ্গ্যাগণের শিক্ষা-দীক্ষা, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির কথা এখন সর্বজনবিদিত। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাদের সাফল্যজনক বিচরণ আশাব্যঞ্জকভাবে লক্ষ্য করা যায়। জনসংখ্যানুপাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের যে অর্জন সম্ভব হয়েছে বা হচ্ছে, তাতে গর্ব করার কিছু না থাকলেও হতাশ হবারও তেমন কিছু নেই। বরং বেশ সন্তোষজনক ও আশাব্যঞ্জকই বলতে হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন-প্রকৌশলী, চিকিৎসা, আইন, সাধারণ শিক্ষা, ব্যাংকিং, আধুনিক প্রযুক্তি বিসিএস প্রশাসন, সাহিত্য-সংস্কৃতি, সর্বোপরি ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি, কম্পিউটার সাইন্সে তাদের দক্ষতা অর্জন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মিস জয়া (টুটু) তঞ্চঙ্গ্যা অস্ট্রেলিয়া হতে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে বর্তমানে UNDP (United Nations Development Project-CHT) তে চাকরিরত আছে।

তঞ্চঙ্গ্যাদের অধিকাংশ বার্মা বা মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশে অবস্থান করছে। তবে তারা থাইনাক নামেই সেখানে অভিহিত। থাইনাক শব্দ প্রাচীন আরাকানের রাজধানী ধান্যওয়াদি (ধন্যবতি)র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস হতে জানা যায়, কপিলাবস্তুর অধিকারী এক শাক্যবংশীয় রাজা কর্তৃক অতি প্রাচীনকালে (বুদ্ধের আবির্ভাবকালেরও পূর্বে) আরাকান প্রদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ধান্যওয়াদি নামে রাজ্য পত্তন করেন। তার রাজধানীর নামও ধান্যওয়াদি। ধান্যওয়াদির অধিবাসীরাই মিয়ানমার বা আরাকান থামরাই নামে অভিহিত। শাক্যরাজ শুদ্ধোধনের পুত্র সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করতঃ ধর্ম (বুদ্ধধর্ম) প্রচার করেন। জীবিতকালে একসময় বুদ্ধ ধান্যাওয়াদিতেও আগমন করেন। তখন ধান্যওয়াদির সকল অধিবাসী বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়। থাইনাকেরা অদ্যাবধি বৌদ্ধধর্মে অনুসারী অর্থাৎ বৌদ্ধ। থাইনাকদের অংশবিশেষ পার্বত্য চট্টগ্রামের তঞ্চঙ্গ্যাগণও পুরোপুরি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত বা বৌদ্ধ। ধান্যাওয়াদির অধিবাসী ছিলেন।

বৌদ্ধ ধর্মীয় ক্ষেত্রে তঞ্চঙ্গ্যাদের অবদান দেশে বিদেশে সর্বজনস্বীকৃত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের অবদানও অপরিসীম। এই প্রবন্ধে তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদান করার চেষ্টা করব।

তঞ্চঙ্গ্যাদের কতিপয় ভিক্ষু থেরবাদী বৌদ্ধ দেশ যথা, শ্রীলংকা, বার্মা (ময়ানমার), থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে সদ্ধর্ম শিক্ষা গ্রহণ পূর্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করত সাফল্যজনকভাবে সদ্ধর্মশিক্ষা দিয়েছেন বা দিচ্ছেন। বর্তমান উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ভিক্ষু সেইসব দেশে শিক্ষারত আছেন। ইতোমধ্যে দেশে শ্রীমৎ অজিতা মহাথের নামে একজন ধ্যানীভিক্ষুর আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁর একবিংশ বর্ষব্যাপী ভিক্ষু জীবনের প্রথম অংশে তিনি বুদ্ধগয়া, সারনাথ, রাজগৃহ প্রভৃতি বৌদ্ধ তীর্থে পরিভ্রমণ ও অবস্থান শেষে আজ পর্যন্ত ষোড়শবর্ষ যাবত গুহাশ্রয়ী হয়ে ধ্যানরত আছেন। বর্তমানে রাইংখ্যং- এর উলুছড়ি নামক গহীন অরণ্যে (লোকালয় হতে পাঁচ কিলোমিটার দূরে) ধ্যানরত আছেন। ২০০০ MSL উচ্চ পর্বত শীর্ষে তাঁর জন্য একটি সুরম্য ক্যাঙ (বিহার নির্মাণ করা হয়েছে; কিন্তু তিনি সেই ক্যাঙ স্বল্পকালের জন্য অবস্থান করেন মাত্র। ক্যাঙের দক্ষিণ দিকে অনতিদূরে একটি সদৃশ্য ঝরনার পার্শ্বে প্রস্তরের গুহাতে অধিকসময় (রাত্রি ও দিনে) ধ্যানরত থাকেন। সর্বসাধারণের কাছে তিনি ধ্যানী ভান্তে নামে পরিচিত। তাঁর মার্জিত কথাবার্তা, নিরহংকারী আচরণ

CS CamScanner

এবং পরিশীলিত অবয়বে মনে হয় তিনি ষড়রিপুকে দমন করেছেন। বৌদ্ধ দর্শনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতে, তিনি আর্যমার্গ (স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অরহত্বমার্গ) অধিগত হয়েছেন।

এবার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ধর্মীয় ক্ষেত্রে তঞ্চঙ্গ্যাদের অবদানের কথায় ফিরে আসি। বর্তমান বিলাইছড়ি উপজেলার অন্তর্গত ১২২ কুতুবদিয়া মৌজার অধিবাসী স্বনামধন্য রুদ্র শিং কারবারির সন্তান শ্রী কুলনাথ তঞ্চঙ্গ্যা ১৯৪৩ সালে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদ গ্রহণ করে চট্টগ্রাম জেলার ঘাটচেক বৌদ্ধ বিহার ও স্বাগোয়ান বৌদ্ধ বিহারে যথাক্রমে শ্রীমৎ ধর্মানন্দ মহাস্থবির ও শ্রীমৎ আনন্দ মিত্র মহাস্থবিরের নিকট প্রাথমিক পালি শিক্ষা অধ্যয়নের পর ত্রিপিটকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ১৯৪৮ সালে বার্মায় (মিয়ানমার) গমন করেন। রেঙ্গুনে অবস্থিত প্রসিদ্ধ মহা পঞ্ঞারাম (মহা পঞ্জারাম বিহার) এবং লেটপেডাংএ সদ্ধর্মোদয় বিহারে অবস্থান করে পালিশাস্ত্র ও ত্রিপিটক এম এ ডিগ্রি অর্জন ও বিদর্শন ভাবনায় শিক্ষালাভ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে পাঁচমাস অবধি মহাসি ছেয়াদ ভাবনা বিহারে বিদর্শন ভাবনায় রত ছিলেন। ১৯৫৪-৫৬ সালে বুদ্ধ বর্ষের ২৫০০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত বৌদ্ধধর্ম মহাসঙ্গীতি (সম্মেলন) তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। অর্থাৎ তিনিও একজন সঙ্গীতিকারক হিসেবে যোগদান করেছিলেন।

বিশ্বে অনুষ্ঠিত বৌদ্ধ ধর্মীয় ঐতিহাসিক সঙ্গীতি (সম্মেলন) নিছক ধর্মীয় বিষয়ক হলেও ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন। ধর্মসম্মেলন বলতে সাধারণত সর্বসাধারণের উপস্থিতিতে যেখানে ধর্মালোচনা বা ধর্মদেশনা হয়ে থাকে, তাকেই ধর্ম সম্মেলন বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এই নিবন্ধে যে ধর্ম সম্মেলন বা ধর্ম সঙ্গীতির কথা বলা হয়ে হয়েছে তা সে রকম কোন ধর্ম সম্মেলন নয়। এই ধর্ম সম্মেলন বা ধর্ম সঙ্গীতি হচ্ছে তথাগত বুদ্ধের বাণীসমূহ (সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম) অধ্যয়ন (পাঠ), পঙ্ক্তানুপুঙ্খরূপে পুনঃপুনঃ পর্যালোচনাপূর্বক সঠিকতা ও বিশুদ্ধ ধর্মবাণী সংরক্ষণ করা।

ধর্ম সম্মেলন বা সঙ্গীতি গুরুত্বপূর্ণ কেন?

বৌদ্ধ দায়ক-দায়িকা মাত্রই বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থ বা ভগবান বুদ্ধের জীবনী সম্পর্কে অবগত আছেন বলে আমি ধারণা করি। শাক্যবংশীয় রাজা শুদ্ধোধনের পুত্র সিদ্ধার্থ উনত্রিশ বছর বয়সে সদ্যজাত পুত্রসহ স্ত্রী যশোধরা এবং আত্মীয়স্বজন ও রাজ-ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে বুদ্ধত্ব বা সম্যক সম্বোধি লাভের উদ্দেশে কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। মগধ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছয় বছর কঠোর সাধনায় পর পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে গয়ার নৈরঞ্জনা নদী তীরবর্তী অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে পাপমতিমারকে পরাভূত করত সম্যক সম্বোধি বা বুদ্ধত্ব লাভ করেন। এর তিনমাস পর আষাঢ়ি পূর্ণিমা তিথিতে বারাণসীর পতন মৃগদায়ে (সারনাথ) অবস্থানরত তাঁর পূর্বতন সাধনা সঙ্গী (শিষ্য) পাঁচজন পঞ্চবর্গীয় শিষ্যগণকে নিয়ে মগধের রাজধানী রাজগৃহে গমন করেন। মগধরাজ বিম্বিসার, তারপর কৌশলরাজ প্রসেনজিত এবং বহু ধনবান শ্রেষ্ঠী ও অগণিত নরনারী বুদ্ধের নবলব্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বহু রাজপুত্র ধনী, শ্রেষ্ঠীপুত্র তার শরণাগত হয়ে ভিক্ষু ধর্মে প্রব্রজিতহয়ে মার্গ লাভ করেন। এইসব ভিক্ষুদের সমন্বয় ভিক্ষুসংঘ গঠিত হয়। বুদ্ধ বিভিন্ন রাজ্যে সানিধ্য পরিভ্রমণ করে তাঁর ধর্মবাণী প্রচার করেন। এভাবে দেব-মনুষ্যের জন্য নির্বাণ মুক্তির দ্বার উন্মোচন করে দেন। দীর্ঘ পয়তাল্লিশ বছরব্যাপী ধর্মপ্রচার কালে বর্ষা ঋতুতে তিনি কোন নির্দিষ্ট স্থানে সশিষ্য বর্ষাবাস যাপন করতেন। কোশলরাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তীতে অবস্থিত জেতবন বিহার, মগধরাজ বিম্বিসার কর্তৃক নির্মিত রাজধানী রাজগৃহের বেণুবন বিহার, মহাউপাসিকা বিশাখা কর্তৃক শ্রাবস্তীতে নির্মিত পূর্বারাম প্রভৃতি তথাগত বুদ্ধের সশিষ্য দীর্ঘদিন অবস্থানের স্থান। শ্রাবস্তীর জেতবন বিহার মহাধনবান শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক বুদ্ধের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল। তথাগত বুদ্ধ তাঁর প্রথম বর্ষাবাস যাপন করেন ঋষিপতন মৃগদায়ে। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, সপ্তদশ ও বিংশতি বর্ষা (মোট পাঁচ বর্ষা) মগধের রাজগৃহে, বৈশালীর মহাবনে পঞ্চম বর্ষা, মুকুল পর্বতে ষষ্ঠ বর্ষা, ত্রয়োত্রিংশ স্বর্গে সপ্তম বর্ষা, সুংসুমার গিরিতে অষ্টম বর্ষা, কৌশাম্বীতে নবম বর্ষা, পারিলেয় বনে দশম বর্ষা, নালা ব্রাহ্মণ গ্রামে একাদশ বর্ষা, বৈরঞ্জ ব্রাহ্মণগ্রামে দ্বাদশ বর্ষা, চালিয় পর্বতে ত্রয়োদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ বর্ষা, শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে চতুর্দশ বর্ষা, একবিংশ বর্ষা হতে চতুচত্বারিংশ বর্ষা (মোট পঁচিশ বর্ষা), কপিলাবস্তুতে পঞ্চদশ বর্ষা, আলবী নগরে ষোড়শ বর্ষা এবং বেলুব গ্রামে পঞ্চচত্বারিংশ বা শেষ বর্ষাবাস যাপন করেন বলে ত্রিপিটকে উল্লেখ রয়েছে। বেলুব গ্রামে শেষ বর্ষাবাস যাপন করার পরবর্তী বৈশাখী পূর্ণিমাতে আশি বছর বয়সে তিনি কুশীনারায় .... পরিনির্বাণ লাভ করেন।

এই পঁয়তাল্লিশ বছরব্যাপী তথাগত বুদ্ধ দেব-মনুষ্যের কল্যাণে তাঁর নির্বাণ মুক্তির সদ্ধর্ম প্রচার করেন কিন্তু সেই সদ্ধর্ম বা বুদ্ধবাণী তাঁর জীবিতকালে সংকলিত হয়নি। তাঁর প্রিয় শিষ্য স্থবির, মেধাবী ভিক্ষু আনন্দ এবং উপালিসহ অন্যান্য অরহত ভিক্ষুগণ স্মৃতিতে ধারণ করে রেখেছিলেন।

CamScanner

বুদ্ধের পরিনির্বাণের দুইমাস পরে রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় বুদ্ধের প্রিয়শিষ্য সংঘনায়ক মহাকাশ্যপ মহাস্থবিরের নেতৃত্বে পঞ্চশত অরহত ভিক্ষুগণ কর্তৃক প্রথম ধর্মসঙ্গীতি বা ধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এখানে চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ (বাণী) সংবলিত বুদ্ধবাণী 'ধর্মবিনয়' নামে সংগৃহীত ও সংকলিত হয়। এ মহতী সঙ্গীতি বা সম্মেলনের যাবতীয় ব্যয়ভার ও ব্যবস্থাপনা মগধ সম্রাট অজাতশত্রু কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছিল। এর একশত বৎসরের মধ্যে বৈশালী রাজ্যের বালুকারাম মহাবিহারে অরহত যশ স্থবিরের নেতৃত্বে সপ্তশত অরহত ভিক্ষুগণ কর্তৃক দ্বিতীয় ধর্মসঙ্গীতির অধিবেশন হয়। বৈশালীর প্রবল প্রতাপান্বিত নৃপতি কালাশোক এই সঙ্গীতির যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ও ব্যয়ভার সম্পন্ন করেন। সম্রাট অশোকের উদ্যোগে ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় খ্রিষ্টপূর্ব ২৫৩ অব্দে পাটলিপুত্র নগরে অশোকারামে অরহত মোগগলী পুত্র তিষ্য স্থবিরের নেতৃত্বে এক সহস্র অরহতগণ কর্তৃক তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতির অধিবেশন সম্পন্ন হয়। বুদ্ধশাসনের ৪৫০ বৎসর পূর্তিতে খ্রিষ্টপূর্ব ৭৭ অব্দে সিংহলের রাজা বট্টগামিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় আলোকলেন নামক মহাবিহারে (মলয় বা মাটালি নামক গ্রামে) অরহত রক্ষিত মহাস্থবিরের নেতৃত্বে পঞ্চশত অরহত ভিক্ষুগণের সম্মেলনে চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে ব্রহ্মদেশের (বর্তমান মিয়ানমার) নৃপতি মিন্ডমিন বা মেন্ডুং এর উদ্যোগে মান্ডালে বা মান্দালয় শহরে ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে পঞ্চম ধর্মসঙ্গীতির অনুষ্ঠান হয়। এই সঙ্গীতিতে চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ সম্বলিত সমগ্র ত্রিপিটক মার্বেল পাথরে উৎকীর্ণ করত সুদৃশ্য মন্দির স্থাপন করা হয়েছে। প্রথম সঙ্গীতিতে তথাগত বুদ্ধের বাণী সংগৃহীত হয়েছিল এবং পরবর্তী সঙ্গীতিগুলোতে সেই সংগৃহীত বুদ্ধবাণী পঠনপূর্বক বিভিন্ন টীকা-টীপ্পনিসহ বারবার পর্যালোচনা করার পর বিশুদ্ধ বুদ্ধবাণী সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

১৯৫৪-৫৬ খ্রিষ্টাব্দে তথাগত বুদ্ধে পরিনির্বাণের ২৫০০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বার্মার রাজধানী রেঙ্গুনে ষষ্ঠ বৌদ্ধসঙ্গীতি বা মহাধর্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন এবং বার্মার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মহানুভব থাকিন্নু (উনু) এই মহাসম্মেলনের প্রধান প্রস্তাবক ছিলেন। এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার থেরবাদী বৌদ্ধগণের সম্মতি ও সহযোগিতায় এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহুশ্রুতিধর এবং ধর্মবিনয়ে অভিজ্ঞ পণ্ডিত ভিক্ষুগণ কর্তৃক এই সম্মেলন সম্পন্ন করা হয় এবং ১৯৫৪-৫৬ পর্যন্ত দুবছর ব্যাপী স্থায়ী হয়।

প্রথম ধর্মসঙ্গীতির পর হতে বৌদ্ধ ধর্মীয় ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় অনুষ্ঠিত এ .... ধর্ম সঙ্গীতির গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষত ৭৮টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান বা তাদের প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে (উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে) অনুষ্ঠিত এই ধর্ম সঙ্গীতি সমগ্রবিশ্বে এক আলোড় সৃষ্টি করেছিল।

ষষ্ঠ মহাসঙ্গীতিতে নিম্নলিখিত ভিক্ষুগণ সমন্বয়ে সঙ্গীতিকারকমণ্ডলী নির্ধারণ করা হয়ঃ

ক. অগ্গ মহাপণ্ডিত উপাধিপ্রাপ্ত মহাস্থবির অথবা অনুরূপ পদবিপ্রাপ্ত প্রামাণ্য ভিক্ষু।
খ. ইউনিয়ন অব বার্মার (বর্তমান মিয়ানমারের তৎকালীন নাম) ওয়াসচরিয় মহাথের।
গ. ধীর নিবারক মহাথের কর্তৃক নিযুক্ত ভিক্ষুমণ্ডলীঃ
১. দু'জন উত্তরশান স্টেটের থের ভিক্ষু।
২. দু'জন দক্ষিণ শান স্টেটের থের ভিক্ষু।
৩. দু'জন কেয়ান স্টেটের নির্বাচিত থের ভিক্ষু।
৪. মূল বার্মার জেলাসমূহ থেকে একেক'জন স্থানীয় প্রতিনিধি ভিক্ষু।
৫. তিনজন পণ্ডিত মহাথের (গম পামোকখ পরিত্তি বিশারদ)।
৬. সিংহলী (শ্রীলংকা) ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক নির্বাচিত ৫ জন মহাথের।
৭. থাইল্যান্ড ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক নির্বাচিত ৫ জন মহাথের।
৮. কাম্বোডিয়া ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক নির্বাচিত ৩ জন মহাথের।
৯. লাওস ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত ২ জন মহাথের।
ঘ. ইউনিয়ন আর বার্মার নিয়ধর মহাথেরগণ।

CamScanner

১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ মে অপরাহ্নে সঙ্গীতির উদ্বোধন করা হয়। সঙ্গীতির প্রথম তিনদিন পৃথিবীর ৭৮টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানদের এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দের দ্বারা উদ্বোধনী সভায় ভাষণ প্রদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। দুই বছর স্থায়ী সঙ্গীতির কার্যাবলী নিম্নরূপভাবে সম্পাদিত হয়েছিল।

ক. ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশের মান্দালয়ে অনুষ্ঠিত পঞ্চম সঙ্গীতিতে গৃহীত বুদ্ধবাণী (ত্রিপিটক গ্রন্থ)-এর ওপর ভিত্তি করে প্রথম খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হয়।

খ. ঐ খসড়া পাণ্ডুলিপির সাথে সিংহল (শ্রীলঙ্কা), থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়ায় প্রকাশিত বা সংরক্ষিত ত্রিপিটক গ্রন্থসমূহ এবং ইংল্যান্ডের পালিটেক্সট সোসাইটির প্রকাশিত গ্রন্থগুলির তুলনা করা হয়।

গ. দ্বিতীয়পর্বে ১৯২৯ জন ধর্মাভিজ্ঞ বর্মী মহাথের ১১৫টি দলে বিভক্ত হয়ে প্রথম খসড়া পাণ্ডলিপি পুনরায় পরীক্ষা ও মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন।

ঘ. আবার ১৮৫ জন সিংহলী (শ্রীলঙ্কা) ভিক্ষু ৩৭ দলে বিভক্ত হয়ে এসব পুস্তকাদি তুলনামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মিলিয়ে দেখেন।

ঙ. অতপর বর্মী, সিংহলী ও থাই-মহাস্থবিরগণ একত্রে সম্পূর্ণ ত্রিপিটক শাস্ত্র (সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম) পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সঠিক কিনা মিলেয়ে দেখেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় বৈপরীত্য হলে (লক্ষ করা গেলে) যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে সঠিকতা নির্ধারণপূর্বক সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

চ. এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গৃহীত সর্বসম্মতভাবে একটা বিশুদ্ধ ত্রিপিটক (সূত্র-বিনয়-অভিধর্ম) বারংবার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সঙ্গীতিতে পাঠ করার জন্য সংকলন করা হয়।

ছ. এই সংকলিত বিশুদ্ধ ত্রিপিটক সঙ্গীতিতে বর্মী অক্ষরে (পালি ভাষায়) প্রকাশ করা হয় এবং সেই বিশুদ্ধ ত্রিপিটক সঙ্গীতি শেষে বিশ্বের বৌদ্ধদের নিকট বিতরণ করা হয়েছিল। ষষ্ঠ সঙ্গীতিতে গৃহীত (প্রকাশিত) ত্রিপিটকই বর্তমান বিশুদ্ধ ত্রিপিটক বলে স্বীকৃত। এই ষষ্ঠ সঙ্গীতির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিদের ন্যায় তৎকালীন পাকিস্তানের (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান) প্রতিনিধি ছিলেন চাকমা রাজা মেজর ত্রিদিব রায়। তাঁর প্রচেষ্টায় তৎকালীন রেঙ্গুনে পটঠান মহাবিহারে অবস্থানরত শ্রীমৎ অগ্রবংশ থের (পরবর্তীকালে চাকমা রাজগুরু ত্রিপিটক বিশারদ অগ্রমহাপণ্ডিত শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাথের) পাকিস্তানের আদিবাসী যারা শাক্যবংশীয় বলে দাবি করেন, সেই শাক্যবংশীয় বৌদ্ধদের প্রতিনিধি হিসাবে উক্ত সঙ্গীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। শ্রীমৎ অগ্রবংশ থের সঙ্গীতির আয়োজন কমিটির 'বুদ্ধ শাসন কাউন্সিল' কর্তৃক ত্রিপিটক বিশোধক কমিটি'র সদস্য নির্বাচিত হন এবং সঙ্গীতির পর বুদ্ধশাসন কাউন্সিল কর্তৃক 'অগ্গমহাপণ্ডিত' উপাধি লাভ করেন।

শ্রীমৎ অগ্রবংশমহাথের ১৯৫৮ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তৎকালীন চাকমা রাজা মেজর ত্রিদিব রায় তাঁকে চাকমা রাজগুরুপদে বরণ করে নে। তিনি অদ্যাবধি চাকমা রাজগুরুপদে অধিষ্ঠিত আছেন। ২০০৫ সালের ২২ এপ্রিল রাজগুরুভন্তে রেঙ্গুনে মিয়ানমার সরকারের আমন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে গমন করেন। সেখানে মিয়ানমার সরকার রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে 'অগ্গ মহাসদ্ধম্মজোতিকাধ্বজা' সর্বোচ্চ ধর্মীয় উপাধিতে ভূষিত করেন। সাম্প্রতিক জুন ২০০৭ সালে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি বিশেষ অতিথি হিসাবে আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেছেন।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ধর্মীয় ক্ষেত্রে শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাথেরর এই অনবদ্য অবদানের ফলশ্রুতিতে আদিবাসী তঞ্চঙ্গ্যাগণ বিশ্বের অঙ্গনে অন্যান্য ক্ষেত্রে অবদান রাখার অঙ্গীকার সকলের কাছে সহায়তা ও সহযোগিতা কামনা করছে।

প্রবন্ধ ঃ

তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা ও বর্ণমালা

সত্য বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা

সদস্য-সচিব, তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা আহবায়ক কমিটি

সাধারণতঃ ভাষার ভিত্তিতে কোন জনগোষ্ঠীকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে গন্য করা হয়। বাংলাদেশে বসবাসরত সাতটি 'গছা' বা গোত্র নিয়ে গঠিত তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা আছে, তাই তঞ্চঙ্গ্যারা একটি আলাদা জাতি হিসেবে পরিগণিত। অবশ্য গছা ও এলাকা ভেদে শব্দগত ও উচ্চারণের ক্ষেত্রেও তঞ্চঙ্গ্যাদের কথাবার্তায় যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আবার চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাঙালীদের কথ্য ভাষার সাথে তঞ্চঙ্গ্যাদের কথ্য বা লেখ্য ভাষার একটি সাদৃশ্যরূপ লক্ষ্য করা যায়। যেমনটি চাকমা ভাষার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। তাই অনেকে তঞ্চঙ্গ্যা ও চাকমা ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পান। তা ছাড়াও লেখাপড়ায় শিক্ষিত অনেক তঞ্চঙ্গ্যা ভদ্রলোক চাকমাদের সাথে কথা বলার সময় (তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা বুঝতে কষ্ট হবে ভেবে) চাকমা ভাষা ব্যবহার করেন। ইতিহাসের সূত্র ধরে বলা যায়- শতাব্দীকালব্যাপী চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাঙালীদের সাথে অর্থনৈতিক যোগাযোগ এবং প্রতিবেশী চাকমাদের সাথে আর্থ-সামাজিক সংযোগ থাকার কারণে ভাষাগত সাদৃশ্য এটা স্বাভাবিক।

উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে তুলনামূলক কয়েকটি শব্দ উল্লেখ করা হল ঃ-

বাংলা	চট্টগ্রাম আঞ্চলিক	চাকমা	তঞ্চঙ্গ্যা
তুমি	তুঁই	তুই	তুই
সে	ইতে	তে	তে tɛ
কোথায়	হনদে/হদে /হড়ে x1re	হুদু /কুদু xudu	কুরু/ কুরি/কুদি /কোইত xuru/xuri/xudi/xoit
মহিলা	মহিলা/মাইয়া	মিলা	মেলা mɛlā
ইঁদুর	ইঁদুর	উন্দুর	উন্দু / উনদুর/উন্দু
পাতা	পাতা/পাদা/হ্যাদা	পাদা ɸādā	পারা/পাদা ɸārā/ ɸādā
বাতাস/বায়ু	বোয়ার	বোয়ার	ব/বুয়ার
পাখী	পাইক	পেইক ɸek	পাইত / পাইক ɸāit / ɸāik
হরিণ	অরিন	উরিং	উরিন /উরিং /উইন
শুকর	শুওর	সুগর	সুগথ / সুঅর
রংধনু	রংধনু	রানজুনি	রানসুনি / রানধালি
সূর্য	বেইল/বেল	বেল bel	বেল bɛl
চাকর	গোওর	গাবুর	গাবু / গাবুর /গাবুত
বড়	দঁর	দাঙর	দাঙথ / দাঁঙর

একারণে অনেকে চাকমা ভাষার মত তঞ্চঙ্গ্যা ভাষাকে ইন্দো-আর্য ভাষা থেকে উদ্ভূত বলে গন্য করেন এবং তঞ্চঙ্গ্যা ও চাকমা একই গোত্রভুক্ত বা শাখা বলে মনে করে থাকেন। এটি ইতিহাসের বিচার্য বিষয়। তবে তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষা লিখিত রূপের তুলনায় এখনো মৌখিক স্তরেই ব্যাপকভাবে সীমাবদ্ধ, তবে লিখিতরূপ উন্নতির জন্য ধারাবাহিকতার মধ্যে আছে। তঞ্চঙ্গ্যা বৈদ্য, কবিরাজ এবং বুদ্ধিজীবি স্থানীয় কিছু সংখ্যক ব্যক্তি নিজস্ব বর্ণমালায় (কিছুটা বার্মিজ/চাকমা বর্ণমালা সদৃশ) প্রয়োজনীয় বিষয়াদি লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। কিন্তু জুম-নির্ভর জীবিকা ও যাযাবর জীবনযাত্রায় অভ্যস্থ সাধারণ লোকদের মধ্যে উক্ত বর্ণমালায় লেখাপড়ার তেমন প্রসার ঘটেনি। ষাট/সত্তর বছর আগে পর্যন্ত উক্ত বর্ণমালায় দু'একটা বারমাসী (পল্লী কবিতা) রচনা ছিল বলে জানা যায়, তারও পাঠক সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত। তাই শত বর্ষ আগে তঞ্চঙ্গ্যা পূর্ব-পুরুষগণ তাদের কথাবার্তায় যে সকল শব্দ ব্যবহার করতেন, লিখিতরূপে না থাকায় সে সবের অধিকাংশেই এখন আর খুঁজে পাওয়া যায়না। তা'র পরেও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে বসবাসরত তঞ্চঙ্গ্যাদের বিশেষ বিশেষ গছা'র লোকেদের কথাবার্তায় এখনো বেশ কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয় যেগুলোর সাথে চাকমা, চট্টগ্রাম আঞ্চলিক বাংলা কিংবা শুদ্ধ বাংলা কোনটার মিল দেখা যায়না।

CamScanner

উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে তুলনামূলক কয়েকটি শব্দ উল্লেখ করা হল ঃ-

বাংলা	চট্টগ্রাম আঞ্চলিক	চাকমা	তঞ্চঙ্গ্যা
বোতল	বটল	বধল	পিলাং/ পিল্লাং
পেঁপে	কেঁয়া	ছোগোর্যা	ফিরাসিগুলা/বিয়াসিগুলা/পিয়াসিগুলা/ফিবিসিগুলা ɸirasigulā/bijasigulā
আয়না	আয়না/আনা	আনা	এগাং /মেয়াং /মেরাং
গামলা	গামলা	গামালা	ডং/ ডঙলাইন
প্রজাপতি	প্রজাপতি	পত্তাফত্তি ɸɔttafɔtti	সানসিরা/সানসিলাক/চাংচিক্কা tsansira/tsansilak
বাবা	বাবা	বাবা	কো /কোঙ্গো/কোবো
মা	মা	মা	ইয়ো/বো
শিশু	শিশু/গুড়া পোয়া	চিজি	এগু /অগুয়
রাস্তা/পথ	রাস্তা /লাস্তা	পথ	জাঙাল
আকাশ	আকাশ	আঘাইত	দেবা debā
পাড়া	পাড়া	আদাম	রোয়া
চামচ	চামিচ	চামিচ	দুভা
টিকটিকি	টিকটিকি	তুতুবি	ইকিলং/ইমিবং/ইক্কিরং/ইককেং
সুন্দর	সন্দর	ত্তোল	ব্রাবা/বুবুইত

উল্লেখ্য উদাহরণ থেকে বলা যেতে পারে- তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা চাকমা ভাষা থেকে ভিন্ন ছিল অথবা চাকমারা তাদের ভাষা থেকে অনুরূপ শব্দগুলো হারিয়ে ফেলেছেন। তঞ্চঙ্গ্যা জাতির ইতিহাস সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তাতে অনুমেয় যে, বিগত দুই শতাব্দীতে বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসার ফলে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিবর্তন ঘটেছে। বর্তমান শতাব্দীতে এ বিবর্তনের ধারা আরো দ্রুত গতিতে সাধিত হচ্ছে। তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্য থেকে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এ ধারার ধারক ও বাহক। তারা কথাবার্তায় প্রচুর পরিমাণে বাংলা ও ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করেন। অপরপক্ষে জীবনকে আধুনিক সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলা কিংবা একটা ভাল চাকুরী পাবার জন্য ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখতে হবে। আর সে জন্য দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় স্কুল-কলেজগুলোতে লেখাপড়া শেখার জন্য বাংলা হচ্ছে অন্যতম প্রধান মাধ্যম। উচ্চতর পর্যায়ে ইংরেজী ভাষা শেখাটাও অপরিহার্য হয়ে উঠে। সে কারণে বিবর্তনের এ ধারা অব্যাহত থাকবে যদি আমরা সচেতন না হই এবং নিজ মাতৃভাষার লালন ও উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট না হই। সে ক্ষেত্রে অদূর ভবিষ্যতে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা চাকমা অথবা বাংলা কোন এক ভাষার মধ্যে বিলীন হয়ে লুপ্ত হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা। একটা জনগোষ্ঠী জাতি হিসেবে গণ্য হয় মূলতঃ ভাষার ভিত্তিতে- যে কথাটি আমি শুরুতে ব্যক্ত করেছি। ভাষা যতদিন কথ্য ভাষার মধ্যে আবদ্ধ থাকে ততদিন পর্যন্ত ইহা হারিয়ে যাবার আশংকা বিরাজ করে। কিন্তু ভাষা যখন লিখিতরূপ পায় এবং জনগোষ্ঠীতে সেটির চর্চা শুরু হয় তখন জাতিগত বিকাশ লাভের জন্য প্রাণের সঞ্চার ঘটে। লিখিতরূপে ভাষা ক্রমশঃ সুসংবদ্ধ হয়ে উঠে স্বকীয় ধারায় বিকশিত হবার ক্ষেত্র তৈরী হয়। এভাবে জাতিরও লোপ পাবার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

মাতৃভাষাকে লিখিতরূপ দানের কাজটি আমাদের শুরু করতে হবে বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিকস্তর থেকেই। কারণ বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকায় আমাদের একটা শিশু যখন প্রথম বিদ্যালয়ে যায় তখন স্বাভাবিকভাবেই সে বাংলা ভাষা বুঝেনা। তাকে শিক্ষাদানের কাজ ফলপ্রসূ হবে যদি পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ থেকে তার ইতিপূর্বে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে তাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান শুরু করা যায়। এটি তাকে শিক্ষার্থী হিসেবে নিজের উপর আস্থাশীল এবং লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী করে তুলবে, যা তাকে পরবর্তী সকল শিক্ষা জীবনে এগিয়ে যাবার ভিত্তি তৈরী করে দিবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শুরু করে পর্যায়ক্রমে তাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলায় বোঝা, পড়া ও শিখার দিকে নিয়ে যাওয়ার সেতুবন্ধন গড়ে তোলা। প্রকৃতপক্ষে এভাবে আমাদের একটা শিশুর একদিকে যেমন মাতৃভাষার ভিত্তি শক্ত হবে, তেমনি অন্যদিকে বাংলা ভাষায় লেখাপড়া শিখে অপেক্ষাকৃত বেশী দক্ষতা অর্জিত হবে। এজন্য একেবারে শুরুতে যে সমস্ত শিক্ষা-উপকরণ প্রয়োজন সে সব কিছু মাতৃভাষায় আমাদেরই লিখে তৈরী করে নিতে হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, পার্বত্য শান্তিচুক্তি ১৯৯৭, জেলা পরিষদ আইন (সংশোধিত) ১৯৯৮, রাঙ্গামাটি

CamScanner

ঘোষণা ইত্যাদিতে শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা অর্জনের সুযোগ গড়ে তোলা এবং এ ব্যাপারে সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ইউএনডিপি-সিএইচটিডিএফ, পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং কিছু সংখ্যক স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন (সাস, জাবারাং, তৈম্যু)'র উদ্যোগে 'সাপোর্ট টু বেসিক এডুকেশন ইন সিএইচটি' প্রকল্পের আওতায় আদিবাসী শিশুদেরকে প্রাথমিক স্তরে নিজ নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের চেষ্টা শুরু হয়েছে। আশা করা হচ্ছে- মাতৃভাষা ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষার এ প্রক্রিয়ায় এ' শিশুদের পরবর্তীতে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় লেখাপড়া করার সেতু রচিত হবে, একই সাথে তাদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার কমাবে।

নিজেদের মাতৃভাষার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য একটি ভাষা কমিটি গঠনের লক্ষ্যে ১ আগস্ট, ২০০৮ইং তারিখে বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটি এক সভা আহ্বান করে। উক্ত সভায় তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এ্যাড. দীননাথ তঞ্চঙ্গ্যা উল্লেখ করেন, ভারতের ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের Directorate of distence Education গবেষণা ইনষ্টিটিউটের সহকারী পরিচালক ড. শ্রী রূপক দেবনাথ নামে ভারতীয় এক গবেষক তঞ্চঙ্গ্যাদের সম্পর্কে গবেষণা করছেন এবং তার কাছ থেকে জানতে পেরেছেন- ভারত, বার্মার বসবাসরত তঞ্চঙ্গ্যা/দৈনাক বৈদ্যগণ নিজস্ব বর্ণমালা ব্যবহার করেন। উল্লেখ্য যে, আমাদের বাংলাদেশে ও তঞ্চঙ্গ্যাদের নিজস্ব হরফে বৈদ্যাগণের মধ্যে তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালা ব্যবহার বিদ্যমান তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তিনি (দীননাথ) দীর্ঘ (দুই) বছর ধরে তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে যারা প্রবীণ এবং এককালে তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালা চর্চা করতেন তেমন লোকেদের সাথে বেশ কয়েক বার যোগাযোগ করে সর্বোপরি বিশেষ করে ড. শ্রী রূপক দেবনাথের মাধ্যমে সম্প্রতি উক্ত বর্ণমালার একটি পূর্ণাঙ্গ স্ক্রিপ্ট উদ্ধার করে সভায় উপস্থাপন করতে পেরেছেন এবং উহার অনুলিপি সভায় পেশ করেন। সভায় উপস্থিত তিন-চারজন বৈদ্য/কবিরাজ বাংলাদেশে তাদের ব্যবহৃত তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালার সাথে তুলনা করে মত প্রকাশ করেন যে, দু'একটা বর্ণ ব্যতীত অধিকাংশ বর্ণের মিল রয়েছে। এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নবগঠিত কমিটিকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

০৯/০৮/২০০৮ ইং তারিখে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা আহ্বায়ক কমিটির ১ম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কমিটির ১৫ সদস্যের মধ্য থেকে উপস্থিত ছিলেন ১০ জন এবং পর্যবেক্ষক ছিলেন ৪ জন। তঞ্চঙ্গ্যা ভাষাকে লিখিতরূপ দেয়ার উপযোগী বর্ণমালা নির্বাচন প্রসঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত সদস্যগণের সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত দুটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয় ঃ

(ক) রোমান বর্ণমালা থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বর্ণ নির্বাচন করে নেয়া।

(খ) তঞ্চঙ্গ্যা বৈদ্য/কবিরাজগণের ব্যবহৃত বর্ণমালা প্রয়োজনীয় সংস্কার/উন্নয়ন করে নেয়া।

প্রথমোক্ত (ক) প্রস্তাবের পক্ষে ৩ (তিন) জন সদস্যের যুক্তি ঃ

(১) জনগোষ্ঠীর কথাবার্তায় উচ্চারিত ধ্বনির সাথে মিল অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বর্ণ রোমান বর্ণমালায় রয়েছে।

(২) ইংরেজী ২৬ টি বর্ণও রোমান বর্ণমালা (বর্ণ সংখ্যা ২৫০ এর অধিক) থেকে গৃহিত, দু'চারটা ছাড়া বেশীর ভাগ বর্ণ ইংরেজী'র মত বলে যারা ইংরেজী বর্ণের সাথে পূর্বেই পরিচিত তাদের পড়তে তেমন সমস্যা হবেনা। এতে এ বর্ণমালা দিয়ে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় লেখা বই পুস্তকের পাঠকের অভাব হবে না।

(৩) শিশুদের এ বর্ণমালা শেখার সময়ে ইংরেজী বর্ণের সাথেও পরিচিতি হবে।

(৪) যে কোন কম্পিউটারে এ বর্ণমালা দিয়ে কাজ করা যাবে। ই-মেইল করা যাবে।

(৫) বই-পুস্তক, সাময়িকী প্রকাশনা সহজ হবে।

দ্বিতীয় (খ) প্রস্তাবের পক্ষে ৬ (ছয়) জন সদস্যের যুক্তি ঃ

(৬) ইহা আমাদের ঐতিহ্যবাহী। ঐতিহ্যকে ধরে রেখে বিকশিত করতে হবে।

উপস্থিত সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্য দ্বিতীয় (খ) প্রস্তাবের পক্ষে থাকায় সভাপতি মহোদয় উক্ত ঐতিহ্যবাহী বর্ণমালা কমিটির বৈঠকে নির্বাচিত ও গৃহিত বলে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এবং পরবর্তীতে ভাষা কমিটি কর্তৃক তঞ্চঙ্গ্যা বৈদ্য কবিরাজগণের সহযোগিতায় তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালার পূর্ণাঙ্গ লিখিতরূপ দিতে সক্ষম হয়।

ঐতিহ্যবাহী তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালা ঃ

ব্যঞ্জনবর্ণ ঃ

(কিছিম্যা কা)	(গছিম্যা খা)	(চাইন্দ্যা গা)	(তিনডিল্যা গা)	(ছালাম্যা ঙা)
kichimyā xā	gochimyā K'ā	chāndyā gā	tindilyā gā	chālāmyā ŋā

(জুরালী চা) jurāli tsā | (মুচুর্যা ছা) muchurjyā sā | (দিফদলা জা) diphadālā dzā | (উরাউরি ঝা) urāuri zā | (তিনডিল্যা ঞা) tindilyā ñā

(দিয়াহত্যা টা) diahtyā ṭā | (ফাদাদেয়া ঠা) phadādeyā ṭʰā | (আড়ুভাঙা ডা) ārhubhāŋā ḍā | (লেজপরা ঢা) lejparā ḍā | (পেত্তোয়া ণা) pettwā ṇā

(গাঁদাত তা) gāādāt tā | (জফদাত থা) japhadāt tʰā | (দুলন্দি দা) dulandi dā | (তালমুহা ধা) talmuhā dā | (ফাবান্যা না) phābānyā nā

(পারাল্যা পা) pārālyā ɸā | (উবরফুদা ফা) ubarfudā pʰā | (বুকচিবা বা) bukchibā bā | (চাঁইডিল্যা ভা) chāidillyā bā | (বুকফদলা মা) bukphadālā mā

(চিমাচ্যা যা) chimachyā jā | (দিয়াহত্যা রা) diahtyā rā | (তালমুহা লা) talmuhā lā | (বাছন্যা ওয়া) basanyā wā | (ভুরিবুক্যা সা) bhuribukyā sā

(উবরমুয়া হা) ubarmuā hā

স্বরবর্ণ ঃ

(পেৎসুদা আ) petsudā ā | (লেজুবা এ) lejubā e | (দেলভাঙা ই) delbhāngā i | (বর্শি উ) borsi u | (ওয়া উবর তুল্যে ও) wā ubar tulye o

বি দ্রঃ- উল্লিখিত অনেক বর্ণের উচ্চারণ বাংলা বর্ণের উচ্চারণের কাছাকাছি হিসেবে সাথে বাংলা দেয়া হয়েছে। সঠিক উচ্চারণ বোঝার জন্য সাথে রোমান বর্ণে (IPA) লেখা দেয়া হলো।

তঞ্চঙ্গ্যা গণনার সংখ্যা (বার্মিজ সংখ্যার অনুরূপ) ঃ

၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀
এক	দি	তিন	চারি	পাইচ	ছৈ	হাত	আইট্যা	ন	দশ

তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা কমিটির আহ্বায়ক কমিটি পরবর্তী বৈঠক গুলোতে উক্ত কর্মশালা সংশিষ্ট বিভিন্ন মাত্রা, বর্ণীক ও -কার চিহ্ন ইত্যাদি ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ প্রাক-প্রাথমিক স্তরের তঞ্চঙ্গ্যা শিক্ষণের জন্য পাঠ্যক্রম তৈরী, মাতৃভাষায় ছড়া, গল্প লেখা, ছবির মাধ্যমে গল্প বলা এবং এ স্তরের মূল্যায়ন প্রভৃতি বিষয় আলোচিত ও পর্যালোচিত হয়।

তঞ্চঙ্গ্যা লেখক-কবিসাহিত্যিকগণ লেখার সময় যে সব মাত্রা, বর্ণীক ও-কার চিহ্ন ব্যবহার করতেন সেগুলো বিভিন্ন কর্মশালা এবং কমিটির বৈঠকে ব্যাপক পর্যালোচনার ভিত্তিতে যে রূপে গৃহীত হয়েছে সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

স্বরচিহ্নসহ বর্ণের উচ্চারণ ঃ

স্বরবর্ণ	চিহ্ন	ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে ব্যবহার ও উচ্চারণ
		কা উবর তুল্যে ক
		কা বান দিলে কি
		কা বানি ছুরা/ছুলা দিলে কী
		কা এক টান দিলে কু

স্বরবর্ণ	চিহ্ন	ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে ব্যবহার ও উচ্চারণ
		কা দ্বি টান দিলে কূ
		কা ও-কার দিলে কো
		কা ঐ-কার দিলে কৈ

CamScanner

আরো কিছু চিহ্ন সহ বর্ণের উচ্চারণ ঃ

চিহ্ন	নাম	ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে ব্যবহার ও উচ্চারণ	স্বরবর্ণের সাথে ব্যবহার ও উচ্চারণ
·	এক ফুবা /ফুদা	কা এক ফুবা /ফুদা দিলে কাং	আ এক ফুবা /ফুদা দিলে আং
:	দি ফুবা /ফুদা	কা দি ফুবা /ফুদা দিলে কাঃ	আ দি ফুবা /ফুদা দিলে আঃ
	ডেল ভাঙা	কা ডেল ভাঙিলে কাই	আ ডেল ভাঙিলে আই
	চান ফুবা/ফুদা	কা চান ফুবা/ফুদা দিলে কাঁ	আ চান ফুবা/ফুদা দিলে আঁ
	মায়া /মায্যা	কা পিছে কা মাইলেয়া ক্কাক	আ পিছে ঙা মাইলেয়া আঙ
-	লাম্বা টান	কা লাম্বা টান দিলে কাআ..	এ লাম্বা টান দিলে এএ..
	অছল টান	কা অছল টান দিলে হ্কা (জোর)	আ অছল টান দিলে হ্আ (জোর)
	নিচল্ টান	কা নিচল্ টান দিলে কা (হালকা)	আ নিচল্ টান দিলে আ (হালকা)
।	থুম (দাড়ি)	বাক্য শেষ হলেএই চিহ্ন দেয়া হয়।	
?	পুছার (প্রশ্ন)	প্রশ্নবোধক বাক্যের শেষে এই চিহ্ন দেয়া হয়।	
,	জিরান (কমা)	বাক্যের মাঝখানে থামলে এই চিহ্ন দেয়া হয়।	

যুক্তবর্ণ ঃ

বর্ণ	চিহ্ন	ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে ব্যবহার ও উচ্চারণ	মন্তব্য
		কা লগে ইয়া দিলে ক্যা	য়া পাঠ (বাংলায় য- ফলার মত)

(মাত্রা / কার চিহ্ন সহ য়া পাঠ) ঃ

ক্যা	ক্য	ক্যি	ক্যী	ক্যে	ক্যো	ক্যু	ক্যূ	ক্যাং	ক্যাঃ

বর্ণ	চিহ্ন	ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে ব্যবহার ও উচ্চারণ	মন্তব্য
		কা লগে রা দিলে ক্রা	রা পাঠ (বাংলায় র- ফলার মত)

(মাত্রা / কার চিহ্ন সহ রা পাঠ) ঃ

ক্রা	ক্র	ক্রি	ক্রী	ক্রে	ক্রো	ক্রু	ক্রূ	ক্রাং	ক্রাঃ

বর্ণ	চিহ্ন	ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে ব্যবহার ও উচ্চারণ	মন্তব্য
o	o	কা লগে ওআ দিলে কোআ	ওআ পাঠ (বাংলায় অনুরূপ কোন চিহ্ন নেই)

মাত্রা / কার চিহ্ন সহ ওআ পাঠ)

কোআ	কোঅ	কোয়ি	কোয়ী	কোএ	কৌ	কোউ	কোঊ	কোআং	কোআঃ

CamScanner

তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা কমিটি তার গঠনের সময় থেকে ২০১০ ইং সনের আগষ্ট পর্যন্ত তিন বছরের মধ্যে মাতৃভাষার উন্নয়নের জন্য যে ভূমিকা পালন করেছে নিম্নে সংক্ষেপে তার বিবরণ উল্লেখ করা হল। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, নিম্নোক্ত উপকরণাদি ও কার্যক্রমগুলোকে সুন্দরভাবে সম্পাদন ও গতিশীল করার জন্য ক্যাচমেন্ট মাল্টিলিঙ্গুয়াল এডুকেশন অফিসার (এম এল ই ও) হিসেবে মৃণাল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা ও কর্মধন তঞ্চঙ্গ্যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করেন।

ক। 'সাপোর্ট টু বেসিক এডুকেশন ইন সিএইচটি' প্রকল্পের আওতায় 'মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম' এর জন্য আয়োজিত কর্মশালায় অংশগ্রহণ :

* কর্মশালার সংখ্যা- ১০।

* কর্মশালা গুলোতে সম্পাদনের কার্য বিবরণ-

(১) প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের জন্য পাঠ্যক্রম প্রণয়ন।

(২) মাতৃভাষায় শিক্ষা-উপকরণ তৈরী ও উন্নয়ন সাধন।

- ছড়া, শোনার গল্প, ছবির মাধ্যমে গল্প, বিষয় ভিত্তিক সিরিজ ছবি, বর্ণমালার চার্ট ও বই ইত্যাদি।

(৩) শিক্ষক নির্দেশিকা তৈরী।

(৪) মাতৃভাষার শব্দকোষ প্রণয়ন।

খ। তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা কমিটি'র সম্পাদনায় প্রকাশিত প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের জন্য শিক্ষা-উপকরণ :

(১) ছড়ার বই- ২ টি (ছড়ার সংখ্যা- ৪৫টি)।

(২) শোনার গল্প বই- ২ টি (গল্পের সংখ্যা- ৪৫টি)।

(৩) ছবির মাধ্যমে গল্প বই (বিগ বুক)- ৪৫ টি।

(৪) তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালা বই- ১ টি।

গ। এম এল ই বিদ্যালয় গুলোতে নিয়োজিত শিক্ষকদের তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান :

* প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সংখ্যা- ২১ জন (১ম ব্যাচে- ১৩ জন, ২য় ব্যাচে- ০৮ জন)।

* প্রশিক্ষণ দানের সময়- প্রতি ব্যাচে ৩ দিন।

ঘ। বহুভাষিক শিক্ষা (এম এল ই) বিদ্যালয় মনিটরিং ভিজিট :

'সাপোর্ট টু বেসিক এডুকেশন ইন সিএইচটি' প্রকল্পের আওতাভূক্ত তঞ্চঙ্গ্যা এম এল ই বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০ (দশ)টি (বিলাইছড়ি উপজেলায় ৮টি, রাজস্থলীতে ২টি) এর মধ্যে কমিটি'র পক্ষ থেকে ৩ (তিন)টি তে ৪ বার মনিটরিং ভিজিট এ যাওয়া হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে- ১লা আগষ্ট, ২০০৮ইং তারিখে গঠিত 'তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা আহ্বায়ক কমিটি' সাংগঠনিক দৃষ্টিকোণে একটি কার্যকরী ও পূর্ণাঙ্গ ভাষা কমিটি নয়। প্রস্তাবিত খসড়া গঠনতন্ত্র 'বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা'র সাধারণ সভায় গৃহিত হলে তদানুসারে পূর্ণাঙ্গরূপে ভাষা কমিটি গঠন করা যাবে। তার পূর্বে বর্তমান আহ্বায়ক কমিটিকে মূলতঃ উপরোক্ত 'এম এল ই' কার্যক্রমে সহায়ক ভূমিকা পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হচ্ছে। এ'ক্ষেত্রে প্রধান কারণগুলো হলো :

(১) নিজস্ব তহবিল না থাকা।

(২) বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা তঞ্চঙ্গ্যা বিভিন্ন গছার ভাষা বিশেষজ্ঞ, লেখক, কবি, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক কর্মী, সমাজসেবক এবং বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে যোগাযোগ ও ভাষা সংক্রান্ত কাজে সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা না থাকা।

(৩) হাতে গোনা কয়েকজন বৈদ্য-কবিরাজ ও বুদ্ধিজীবি ব্যতিত নিজেদের ঐতিহ্যবাহী বর্ণমালা দিয়ে তঞ্চঙ্গ্যা সাধারণের মাঝে লেখাপড়ার তেমন কোন প্রচলন না থাকা।

(৪) সদস্যদের মেধা ও অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা। সর্বোপরি সময় দিতে না পারা।

CamScanner

অথচ 'এম এল ই' কার্যক্রম আমাদের লক্ষ্য নয়, ইহা আমাদের লক্ষ্যে পৌছার উপায়গুলোর মধ্যে একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে- তঞ্চঙ্গ্যা কথ্য ভাষাকে লিখিত ভাষায় উন্নীত করে সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো যাতে এটি হারিয়ে না যায় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের ভাষা ব্যবহার করার মত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য বর্তমানে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা কমিটির সামনে কঠোর প্রয়াসসাধ্য প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো হচ্ছে ঃ

(১) নিজস্ব তহবিল গড়ে তোলা।
(২) তঞ্চঙ্গ্যা মৌলিক শব্দ সমূহ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং একটি তঞ্চঙ্গ্যা অভিধান প্রনয়ন করা।
(৩) জনসাধারণ বিশেষ করে বর্তমানে স্কুল-কলেজে শিক্ষিত অংশ যাতে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় প্রকাশিত সাহিত্য-সাময়িকী পড়তে পারেন সেরূপ পরিবেশ তৈরী করা।
(৪) এম এল ই- কার্যক্রমের জন্য শিক্ষা-উপকরণ তৈরী এবং তঞ্চঙ্গ্যা সাধারণ সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য সাহিত্য রচনায় বিভিন্ন গছার বাক্যে ব্যবহৃত ভিন্ন বানান অথবা সমার্থক শব্দের সমন্বয় সাধন করা।
(৫) কমিটি বৈঠকে গৃহিত ঐতিহ্যবাহী তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালার সফটওয়ার উন্নয়ন করা।

তাই তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা কমিটিতে নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসা দরকার -
(১) নিজ মাতৃভাষার সংরক্ষণ, লালন ও বিকাশ সাধনের জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী।
(২) ভাষা সম্পর্কীয় কাজে যথেষ্ট সময় দিতে পারেন।
(৩) নিজ গছাসহ প্রত্যন্ত এলাকায় তঞ্চঙ্গ্যা সাধারণের কথ্য ভাষা ভালো জানেন।
(৪) নিজেদের বর্ণমালায় লিখতে ও পড়তে পারেন।
(৫) নিজ গছার প্রতিনিধি স্থানীয়।
(৬) সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কীয় আধুনিক ধারণার সাথে মোটামুটি পরিচিত।
(৭) কবি, লেখক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী।
(৮) কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত তঞ্চঙ্গ্যা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিনিধি স্থানীয়।
(৯) নারী সমাজ কর্মী।
(১০) কম্পিউটারে প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম দিয়ে কাজ করতে সক্ষম।

কুশালী গোআ যাত্ ঃ

তঞ্চঙ্গ্যা ভাইবোইন লক্কুনে বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যান সংস্থার সাংস্কৃতিক শাখাকুন পিংপিলী গীত / মুন বাশী সিগেবাত্ জগরে এক্কান কাম্ তানাগোয়া উয়্যো। সিঅক্তথরে যে যে আমাত্ পুয়ানী দিনত্র পঙ্কনক্কালই পিংপিলী গীত সিগিবাত্ আউইত্ গতন্ তানে কুশালী গোয়া অত। তা আযোত্তে ত্রিশ নভেম্বর/২০১২ মাইস্যা ভিরে আমাসাত্ নাং দিপাইবাক। নাং দিবাত্জুগুরি ই থিগানাত্ লুমেয়্যাপুইবক্ত।

নাং দিপারেবাত্ ঠিগানা উলথরে ঃ

কর্মধন তঞ্চঙ্গ্যা, সাস অফিস, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি।
ই-মেইল ঃ karma_cht@yahoo.com, Mob : 01717-374243, 01840198146

জীবন মুখী গল্প ঃ

আগ্-জুরা

- বি.এন তঞ্চঙ্গ্যা
(ওয়াগ্গা কাপ্তাইহেডম্যান, কাপ্তাই)

আদম মাইত্। জুমত্ পা-না ধান। বইয়ারে ধান পরাউন্ পুলিন্। পইছ্য়া সুখা পাই-হ্য মালাউ-ন বইয়ারে পুলিন্। বই-দম পরমে ধান পরেন্ ননাবি পালতত্তুন। পাল ঝিয়ান্ বাত্তা আদম মাইস্যা কদা পাইয়্যা কুঁড়ি কুরা পা-লত্র দপ্।

আদামর হিনথনাই জুমত্ দিনি কামত্ ধান কাবের ননাবি। সমারে হিনথ প-আ, বইয়ামুনি মুক্কত্তা আর তা- বইন ঝিরাপই সমারে জুমত ধান কাবিনন। বইয়ামুনির ৪-৫ বছইয়্যা মেলা-ছ-না ছুন দিয়ালী বেড়ান্। মেলা-ছ-না তা বাবরে ধন ধন ডাহে 'বো'-বো-ইত্তা কি উ-বা কি পুসার লয়। বইয়ামুনি তা মুক্কোয়ার ধান কাবানা আর- তারা কি-ই-বা বিরক্ত পরের দিই-নে ননাবিত্তুন সংসো-রত্র কদা মনত্ উদিনে তা মনত্ ওয়াইন্নি আসের। দাখা গুরি ব-নিয়্যাইশ কেলাইনে মনত্ তুলের তার সংসারান কি উ-য়ে। তারাই-ন বইয়ামুনিনাই দক্ক্যা আলাহ্। জুমত পা-না ধান কাবের- আর- সনাধনলই সংসার পইজ্যা দিনুন-মনত্ উদের আর ভাবের।

"গাবুরকালে সনাধনলাই জুমত্ এই আদ মাইস্যা দিনত্ জুমত ধান কাবির। তাবুন হত্তা জুমত্ পা-না কবরক ধান। ধা-নত্র ছেরে পইজ্যা সুখা পাইত্, সেরে সেরে দিনাফুল পাইত্। মুই-লই- সনাধনে ঝিজনে ধান কাবিত্ত্বে। দিনাফুল এক গছর লই সনাধনে ম- মাদা খাবত্ত্ত্ গুজাই দিল। দিনাফুলত্র বাইত্তলই খানত্র বাইত্তে,গাবুর-তুম-বাইত্ লা-য়ের।

জুমত্র মালাত্ ব-ড় কবাই পাইত্। পাইছত বইনে মুইন্-'ক'-জবাউন পরান কুশালি ব-য়ে দুবিনন্। বই-দত্র পরমে সনাধনত্র মুয়ান-লো- পরং পরং। তা-রে চাইনে ম- মনান কুশালি উল। ডাই-নে কুদুং তারে- "সনা দা বেই বেই পাইছ হাবাত্। একেন্দা- ঝিরাই লই। হাত্-কন ধাক্ ,- ম- কাললংওয়া পুরাং। পরমে-ন ত- পালতত্তুন ই-রুকিনা লো- পুরি-রত্র। অয়্য!- আত্ত-পাইছত্ তলে-ঝিরেই-লই।

জুমত্র পনত্ খারর পাক্কা পাইত্। পাক্কা পাইছত তলে গুবিং ছাবা। আদ মাইস্যা দুবুয্যা রইদত্র পরমতত্তুন রক্ষা পায়। পাইছত তলে পেয়া জুরায়। সি পাক্কা পাইছত তলে বইনে- ম- মাদাখরাত্তুন সনাধনে তা মু-র ঘামান পুসিল। সনাধনরে লইনে ম- মনত্ ভাবনা উদি-ল। মুই-মুনি সনাধন বউ- উইমুং মত- মন আশা পুরাইন আরও ভাবনা উদের, মুই-ন গুরিব ঝি। সনাধন-লাই আদামত্ মা-জন। আদামত্ ম-বাবে গুরীব। আমি দিনি মজুরি গুরি ভাত খেই। ম-বাবে মুইন্যা মন ছাড়া কিজু ন- চিনে। মাইনসত্তুন কামত্র টেঁয়া লইনে কামত্ ন- যায়। বা-না- মন খায়- খায়- খায়। মাইনস্যো তারে বিশ্বাইস- ন গরন্ , কে-য় কে-য় ম- বাবরে সিটিং ডা-অন্। আমাত্তুন সুনিসে ভারী খারাপ লা-য়ে। আমি তিন বইন এক সমারে সং সং- গাবুর। আমি গুরিবসে, আমানরে বউ ন-চান। খারে গুরিবর কারণে আমা- মা- বারে- অকালে- আরা-লং। মা- মরা-ঝি আমি। চিনত্- মনত্- উদিলে ভারী চিনা- লা-য়ে আমাত্তুন। কি- উব- আমা- ঝিনকানীত্ ভাবিলে বুক্কুয়া- চিনা দিই- উদে।

তাবুন হত্তার উত্তর দাক্কেয়া জুমান্। পাইছত তলে - দইনর বইয়ার বে-লে। জুরত্র-জুরত্র- বইয়ার বাসের। পাইসত্ তলে হেলান দিইনে জুরত্র বইয়ারে মুই ভাবনাবাজ্যাত্ পেলুংপই। মুইপুই সনাধনে ঝিজনে নক্তর ভুবনত্ দেব-দেবী অইনে আক্কাইসত কুচি মেঘ খেলবই। সিই ভুবনত্ কনত্র দুগ্ নাই। খালি সুগ্। কোন কাম নাই, খালি- উড়ি উড়ি মেঘ খানা। আদত্র মাইস্যা রোদ নাই, জুমত্র ধান কাবা নাই , পরত্তুন কদা শুনা নাই, বাবত্তুন গাল শুনানা নাই, দিনি কিজু মুনা ন পরে, কোন কাম গরা ন পরে। খালা কুচি কুচি মেঘ খানা। চাবত্ বইজ্যা সনাধনে মরে ধুরিনে এক জারান দিইনে- কই- উদিল-।

ননাবি-ন- জুরত্র- বইয়ারে এক লেছা- ঘুম- পেল।

উঃ কদা গম- লা-ইলত্র! পেয়ান খানে জুরালত্র!

ঘুমত্তুন জা-ঝিনে মনান ছদপদার। সনাধনরে কি কইন্। ভাবিনে ভাবিনে সনাধনরে কুদুং-

দাদা মুই তরে এক্কান্ কদা কুই-দুগনে ?

কি- কদা-ও ?

কদা-ন্ উদলে- দিই-এ-ই- আইশত দুপ- দুপগুরি মেঘ উড়িদনুলে দে-ইত ?

ইঃ দেয়ত্তর - দ।
সি-উন্ বেলেনি মেঘ রাজ্যত্ দেব দেবীউন্ থানদে আয়-দে-নে দা ?
কি ? তত্তুন সি-দি যাবার মনে- কত্তেনে ?
নি-ই পারিবেনি ?
যেই ছালে মেঘ রাজ্যত্।
সনাধনে তা- ঝিয়ান্ হাত্তদি ম- ঝি বীরাত্ থুইলা। তার ছুঁ-হায় ম- দেয়ান্ সন্মুরি উনিল। মর- পইলত্থা পাবুয্যা ম-র-দ-র ছুঁয়া। তার ছুঁয়া পাইনে -মর যৌবনান জাঁই দিল। ম- গদা দেয়ান্ সু-খ-র শিহরণ পাত্তর। বাইন্যা গদা পানি যে-নে গদা তাত্তিলে পানি ঝি কুলেদি তুবি যায়। ঠিক বাত্তেয়া গদা পানি দক্কেয়া মর পইল্যা যৌবনান্ কুলভাত্তি তুবি যায়। সনাধনে মরে মেঘ রাজ্যত্ নিই-চার। মেঘত্ত রাজ্যত্ ঝিজনে উড়ি উড়ি কুচি কুচি মেঘ দে-ইর। মেঘত্ত রাজ্যর দেব-দেবী-উনত্তুন বেইত্ সুয়াত্ আ-হি। সনাধনলই দুই-বানা সুগ খানা। উড়িদে উড়িদে মুই দরত্ত-মরত্ত গরি থুইয্যা। সনাধনে-য্যা আম-ন-রে তা মরদর- বললই দরত্ত-গরি থুবিনে মেঘত্ত দেশত্ দুরাহ্ণই। উঃ কি সুগ - ইঃ রাজ্যত্। কোন কিছু চিদা গরা ন-পরের। ঝিজনে উড়ি উড়ি দে-ইলুই- এক অজাইন্ন্যা রাজ্যত্। মেঘ খানা শেষ হইনে আমি আমা ঘরত্ ফিরিলং।

ফাউন মাইস্যা দিনত্। জা-র নয় গরম নয়। ফাউনর হাবা ফিরের। আমত্ত বোল ফুদিদন। আম গাইছত্ তলে দিইনন বুনানা। আমত্ত বোলত্ মধু পুক্কুন উড়ি উড়ি ফুলত্তুন মধু লই-দন। ঠিক দুর্গুয্যানত্ নন্দলালে আ-ল্। ম- দা-অ-ত্ বইছেছি। মরে কু-দত্ত-
সনাবি কদা এক্কান কই পারিন্-নি ?
আঃ এক্কান কেয়া হাজারান্ - ক্-না ?
কদা উলদে সনাধনে তরে বউ লুইদ চা-য়। তর কি মত- তত্তুন জানিবার ছার।
মুই-কি-ই- গরিদুং।
না- না- তত্তুন কিছু গরা নপরের। বা-না-ত কদা পালেই-উলত্ত। মুই ভালক্ষণ চিদা গরিনে নন্দলালরে কুলুং-
ঠিক- আ-হে মুই রাজি আঃ হঁও।
ম কদা পাইনে নন্দলালে আ-দা দিল। য-দক্ষন নন্দলালরে দেয়ত্তর সেদক্ষনসং বেশং হইনে তারে চাই রইয়ং, সং হইনে পরেদি চিদা গরত্তর। মুই নন্দলালরে কি কুলুং উমুলেদুমাই চিদা ন গরিনে 'রাজী' কদা কুলুং। পরেদি ভাবিলুং কর্মত্ যা লেয়া সিয়ান্ উবদে।

শুক্লপক্ষের চর্তুদশী ফাউনর জুন প-রর- চাঁন্ রাইত্। চারহাত্তি ফুক-ফুক্কা জুন পর। সনাধনত্তুই নন্দলালে আমা ঘর ইছরর তলে- ম-রে ডাইলাত্। তারার ইশারায় মুই ঘরত্তুন্ নামিলুং। -ম বাবর- অজান্তে সনাধনরে জামাই লুলুং। সনাধনত্তুই জামাই-বউ অ-ইনে আমা সংসার দিনোন গমদোলে যার। বছরে বছরে জুম গরি। ধানে সুধায় সংসং হ-য়। বছর ভাত ন-ফুরায়। গইজ্জা সুধা বিচিনে টেঙ্গা পয়সা জমা থায়। ঘ-র বুড়রে বন্দনা গরং। বুড় তুই মরে আশা পূর্ণ গরি দি-য়-ত্। ম- জামাইলই-স-ঝি-ই লই জনমান ইদিক্ক্যা থাইদুং- খাইদুং। কোনদিন অভাব ন পাইদুং দুগ -ন পাইদুং।

সনাধনত্তুই মর সংসার মাত্র পাঁচ বছর। এক্কয়া ঝি। সনাধনে ঝি-বারে কদক্ গম পাই। আদর বাসনা গরে। ঝি-ই-বা না-মান থুইয়েদে তা নামত্তুই ম-নাত্ত মিলিনে'সনাবি'। আমি জুমত্ গেলে সনাবি আদাম দিয়ালি বেড়াই থা-ই। সনাবিরে আদামত্ বেক্কুনে আদর গরন্। আদামত্ত মাইনস্যো আমার সংসারান্ ভারী বাইনি গরন্। আমি বেলে সুয়ে আ-হি। আমি দোল সংসার গরির।

বৈশাখ মাইস্যা গরমর দিন। সনাধনে মাইত্ কাবা ছড়া জুমত্ত কামত্তুন বিন্ন্যা ঘরত্ ফিরিল। ঘরত্ উদিনে কুটটিবাত্তুন প্রায় এক কুটটি পানি খা-ল। রাইদত্ সমারে ভাত খালং। রাইদ-অর্দেগত্ সনাধনে ঘন ঘন বা-রে যার। পরেদি ওলানি শুরু উল। রাইদে রাইদে মুই আদামর শরত্ বৈদ্যায়ারে ডাই-আ-নিলুংগই। বৈদ্যায়া দারু এক পইজ্জাল খাবা-ল। ন- উল,আর দারু খাবাল। কোন দারুয়ে কাম-ন-অর। আদামত্ত মাইনস্যো বেক্কুনে আমা- ঘরত্। সনাধনর অবইত্তা দিইনে মানইয়ুনর -মু- কালা দে-য়-ত্তর। পরেদি বৈদ্যায়া অস্থির- উল। বিদ্যা বিধানত্ যা-যা- আ-হে শেষ বিদ্যাদি দারু দিল,মন্ত্র পুরিনে জারি দিল। সনাধনর কোন পরিবর্তন নাই। কোন-লরা-চরা-নাই। বৈদ্যায়া মু-হান সুদা গরিনে- কুল- সনাধনর হাত টেং জুরাই-য়ে। রাইদর দোয়াইগ্গা উয়ে বৈদ্যায়া কত্তন্ত্রে সনাধনে-দ পার উ-য়ে-গই। উঃ মুই ঝি-চুয়াত্ পথ- ন দে-য়ত্তর। কি-উল মর ? -ম-কপালান্ কি উ-য়েদে ? ম- সংসারান আধ্-খাইন্ন্যা গরি সনাধনে মে ফেলাই গেল দে। ম- সংসারনী আগ-ভুবা উ-লদে। ম- সংসারান্ আগভুবা গরি দিল দে ভগবানে। সি কদা ভাবিদে ভাবিদে ম-চু-য়াত্ কমলে পানি আ-ল মু-ইয় নজানং। মরে চাইনে রইয়া মুনি বউ-বা ম-চুয়াত্ পানি দি-ইনে মরে ডাইল। "বে-ই বে, বে, উদিয়ই জুম ঘরত্। বেলান দুবুর উয়ে। ভাদমাইস্যা বেলানি ঠিক মাদা- উচু উচু উয়েছি। আমি পুনা-পুইন্যা বেক্কুনে জুম-মুইন ঘরত্ উদিত্তুই।

রম্য রচনা ঃ

অয়ছ্যা ! ০০০১

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা*

* প্রধান শিক্ষক,লুংতন্ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

আষাঢ় মাইত্স্যা ঘুত্থুত্থু ঝরঅদিন। যোন কামত দুআদুই উইনঅসাত মনে কুলেত্ত কামত্ যাবার জু- নাই। দতাইত্স্যা মুইতুবে ধাবাচান ঘর। ঘর লিঙ্কাবাত বুইত্সান- গব মাইত্তন কাভুক্যা, চিত্তামুনি আ লাম্বাখুলা। ধাবাচানে ধায়েদি বোইনে কথা শুনি লা-রে লা-রে এক্কেনা ইক্সুনু মাথা লারে। আ যক্কে উলে মু- তেত্মাদাই কেক্কেদাই আসে। তারানে দাবা ধুক্তা বাছাই দে।

কাভুক্যা : ওই! বাউলক্, ভাইলক ; মুই একখান্ কথা কুত্তার চাংগে; ইক্কিনা দিনর পআছআউন লেআপড়া শি-ইনে - এই কন ধক্ক্যা কা- কারখানা। আসলে দুখ-কাম ন-গুইল্লো কি ভাত মিলে দে-নে ? ম- কথা উলদে ই-দুনিয়া দারিত্ কন্না কি- গরের ন-গরের সি- চিদা ন গুরি আমনর অদর কাম গুরিনে বিল্ল্যা কিন্ন্যা দি-বা ভাত খাই পালে উল। আ- পাইল্লো কামাই কুনি দি-বা পুইসা রাহাই পাইল্লো চিআন্ ম- লাভ। ই হি হি। (আসি)।

লাম্বাখুলা : অয়ছ্যা ! কাভুক্যা দা-র কথাউন্ আবুবেরে সাড়ে চুইদ্দ আনা ঠিক। কেআ বেলে কুলুভগে- গেলুনে সাভাভ রাঙামাইত্স্যাত্তুন্ এক্কআ কলেজঅ পআ আইনে গব মারি কুলনে, "যি জাদর বেলে আমনঅ লেআয়, আমনঅ কথায় লেআকআ নাই, জাদর পুরিচয়র কনঅ কথা লেআ নাই সি জাতুআ বেলে বাচি থালেঅ মরা সঙ।" "আঁ---- পুতুনন্যা পআ! লেআপড়া শি-ই-নে বাবঅ- অভালত্ খাইদাই বাঁচি থাই লাম্বা লাম্বা গব মারানা কী আনাম।" "কাড় কাবিনে কলা লাহানা- ঠোক্, চিআন্ ন- কুলুত, এক ভার কলা বাঁ-ভাত্ তুলি বাচরত্ বেচা নি পারিবনি ? লাম্বা লাম্বা কথা কুইনে গম লায়েদে ? হুম্!! (তিরস্কার)

চিত্তামুনি : ও ---- ধাবাচান, ধুক্তা বেইগুণি দি গমে বাছাই আনদেই চাভ ত- দাবা !

"বাব ভাইলক্ মাপ গুইজ্জ্যা ম- মনত্ জান্দা লয়,

চিআন্ বিলি চিআন্ নয় কুলুত বিলি কথা নয়।

আইত্স্যা দিনত্ বেআক্ কিছু ভাবিবুচি চিদা গুরি চলা পুরিব- ও----- ।

ভাব- ভাইলক্, ভাবি চ !

আমা দিনত্ লেআপড়া উলঅদে-

"খড়ায় চড়িল আষাঢ় খাইল, লেআআ ন- পুরিল বিআটা করিল !

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ (আসি) অয়নি ? অয়নি ?"

কাভুক্যা আ লাম্বাখুলা : অয়ছ্যা ! অয়ছ্যা !!

বেআক্কুনে মিলিনে- হা হা হা ।

চিত্তামুনি : আরঅ শুনঅ ভাইলক্,

ইক্কিনা উলঅদে মোবাইল যুগ, ইন্টানেট- কম্পিটারঅ যুগ। সোনে ইক্কিনা দিনর পোআউনে আবুবেরে কম্ বয়সেঅ বুউত্ কিছু জানন্। সোনে জাত বাঁচানা- আ জাদর পুরিচয়র লাই জাদর কথায়, জাদর লেআয় বই থানা, লেআনা কথাউন্ যদেপদে অয়দে কথাছ্যা !

কাভুক্যা আ লাম্বাখুলা : অয়ছ্যা ! অয়ছ্যা !!

পসন্ (লোককাহিনী) ঃ

টিকটিকি বৈদ্য

সংগ্রহে - কর্মধন তন্চংগ্যা

এক রাজার দুই সন্তান একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ভাই-বোনে পরস্পরকে খুব বেশী ভালোবাসতো। একজন অপরজনকে না দেখে থাকতে পারত না। তাদের বাবা এবং মা গত হয়েছে আবার অনেক দিন আগে। দুই ভাই-বোন মিলে মনোস্থির করল তারা একদিন ভ্রমণে বের হবে। একদিন শুভদিন দেখে দু'জনে ভ্রমণে বের হলো। ভাইটি ঘোড়া আর বোনটি সিংহের পিঠে চড়ে। যেতে যেতে তারা এমন এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছাল যেখানে কোন মানুষজন নেই ফলে তারা মহা চিন্তায় পড়ে গেল কোথায় থাকবে এখন। মনে মনে একটা থাকার জায়গা খুজতে গিয়ে তারা একটা বাড়ি দেখতে পেল। এই ঘরে মানুষজন কেউ থাকে না তবে একটি টিকটিকি বাস করে সেখানে তা আবার এক কবিরাজ বা বৈদ্যের ছদ্মবেশে। দুই ভাই বোন গিয়ে উঠল সে টিকটিকির বাড়িতে। বাড়ির চারিদিকে তাকিয়ে দেখে মানুষজন কেউ নেই। এইভাবে কয়েকদিন থেকে বোনটি দেওয়ালের মধ্যে একটি টিকটিকি দেখতে পেল। অন্যদিকে টিকটিকি রাজকন্যাকে দেখে ভালোবেসে ফেলল এবং মনে মনে তাকে বিয়ে করতে চাইল। একদিন রাজকন্যাকে তার অভিব্যক্তি জানালে রাজকন্যা এতে অবাক হলো কিভাবে একটি টিকটিকি আবার মানুষের মতো কথা বলতে পারে ! পরে রাজকন্যা টিকটিকিকে শর্ত দিল আমাকে পেতে হলে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। রাজকন্যার কথায় টিকটিকি রাজী হয়ে গেল। তারপর টিকটিকি বলল কি তোমার শর্ত। রাজকন্যা বলল আমাকে পেতে হলে আগে তোমাকে আমার ভাইকে মেরে ফেলতে হবে। আর তা করতে তুমি যদি ব্যর্থ হও তাহলে তোমার ইচ্ছা কোনদিন পূর্ণ হবে না। তখন বৈদ্যটি এক ফন্দি বের করল। তখন সে রাজকন্যাকে বুদ্ধি দিল ভাইকে দিয়ে কষ্টসাধ্য এবং মৃত্যু সম্ভাবনাময় নানা কাজ করাতে, যা করলে তাঁর মৃত্যু হতে পারে।

একদিন বোনটি তার দাদাকে বলল- দাদা আমার কাঁঠাল খেতে ইচ্ছে করছে। এখানে উল্লেখ্য যে, কাঁঠাল আবার বর্তমানে যে গাছে ধরেছে সে গাছে বিরাট একটা রাক্ষস গাছটাকে পাহারা দিচ্ছে। যে যাবে তাকে খেয়ে ফেলবে। বোনের ইচ্ছা পূরণ করতে কাঁঠাল আনতে গেলে ভাইটি বিরাট একটা রাক্ষস দেখতে পেল যা কাঁঠাল গাছটাকে পাহারা দিচ্ছে। রাজপুত্র প্রথম দিকে একটু ভয় পেলেও মনে মনে বলল বোনের জন্য তাকে অবশ্যই কাঁঠাল আনতে হবে এবং বোনের ইচ্ছা অবশ্যই পূরণ করতে হবে। তখন সে সাহস করে কাঁঠাল গাছের কাছে গেল কাঁঠাল আনতে। রাক্ষস বাধা দিতে এলে সে গালে জোরে একটা লাঠি বসিয়ে দিল এবং সাথে সাথে রাক্ষসের সব দাঁত পড়ে গেল। পরে রাক্ষস তার বশ্যতা স্বীকার করে নিল। এভাবে বোন আম, লিচু আর নারিকেল খেতে চাইল এবং প্রত্যেক জায়গায় একই বিপত্তি ঘটল। পরে সব রাক্ষস তার বশ্যতা স্বীকার করলো। তারপর বোন বলল পুকুরের মাঝখানে যে একটা পদ্ম ফুল ফোটে আছে তাকে সেটা এনে দিতে। তখন ভাইটি বোনের সিংহসহ এবং চারটি রাক্ষসকে সঙ্গে নিয়ে ফুলটি সংগ্রহে বের হল। গিয়ে দেখে ফুলটি পুকুরের একদম মাঝখানে। তখন সে পুকুরে নেমে সাঁতার কাটতে কাটতে ফুলের নিকট গিয়ে পৌঁছল, ফুলটি ধরতে যাবে এমন সময় রাজপুত্র অদৃশ্য হয়ে গেল মা গঙ্গী (পানির রাণী) তাকে পাতালে নিয়ে গেল। ঘটনার পর ঘোড়া আর চার রাক্ষস রাজপুত্রকে পুকুরের চারপাশে অনেক খোঁজাখুঁজি করল। যখন পেল না ঘটনার বেগতিক দেখে ঘোড়া চার রাক্ষসকে আদেশ দিল পুকুরের পানি সব খেয়ে ফেলতে। ঘোড়ার কথা মতো চার রাক্ষস পুকুরের সব পানি খেয়ে ফেলল। পানি শুকানোর পরও যখন রাজপুত্রের কোন দেখা মিলল না তখন সবাই মহা চিন্তায় পড়ে গেল। এইভাবে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তারা পুকুরের মাঝখানে একটা গর্ত দেখতে পেল। তখন ঘোড়াটি সিংহকে বলল গর্তের মধ্যে লেজটি ঢুকিয়ে দিয়ে একটা ঝাকুনি দিতে। ঘোড়ার কথা মতো সিংহ লেজ ঢুকিয়ে দিয়ে একটা ঝাকুনি দিতেই পুরো পাতাল কাঁপতে লাগল। পাতাল কাঁপতে শুরু করলে পাতালবাসী বলাবলি করতে লাগল মানবকুল থেকে কে কি নিয়ে এসেছ তাড়াতাড়ি গিয়ে দিয়ে এস। তখন মা গঙ্গী তাড়াতাড়ি এসে রাজপুত্রকে মানবকুলে এসে ফেরৎ দিয়ে গেল। ভাই ফুলটি নিয়ে বোনকে দিল বোন ফুলটি পেয়ে খুব খুশী হলো। কিন্তু এখানে উল্লেখ্য যে বোনটি কোন জিনিসই সম্পূর্ণ বা পুরোপুরি ব্যবহার করতো না। একটু ব্যবহার করে বাকীটা ফেলে দিতো। এইভাবে কয়েকদিন অতিবাহিত হলে বোনটি আবার ভাইয়ের কাছে দূর পাহাড়ের পানি পান করতে চাইল। ভাইটি বোনের আবদার রক্ষা করার জন্য আবার তার সঙ্গীদের নিয়ে রওনা হলো সে দূর পাহাড়ে যেখানে নিশ্চিত মৃত্যু তার জন্য অপেক্ষা করছে। তারা সে পাহাড়ে গিয়ে একটা ঘুঘুর বাসা দেখতে পেল। বাসার বাচ্চাগুলো খাবারের জন্য কিচিরমিচির করতে লাগল। রাজপুত্র ঘুঘুকে বিস্তারিত সব খুলে বলল এবং কষ্টসাধ্য বলে তাকে অনুরোধ করল পানি এনে দেওয়ার জন্য। তখন ঘুঘুটি বলল আমার বাচ্চাগুলোকে তোমার পায়ের রক্ত দিতে পারবে খাওয়ার জন্য এবং আমি তোমার জন্য পানি নিয়ে আসব সে দূর পাহাড়ে গিয়ে। তখন রাজপুত্র রাজী হলে ঘুঘুটি

নিজের পাখার সাথে বাঁশের সুমী বেঁধে পানি আনার জন্য উড়াল দিল এবং বহু কষ্টে পানি সংগ্রহ করে নিয়ে আসল। তখন ঘুঘুটি রাজপুত্রকে বলল বোনটি তোমাকে মেরে ফেলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কারণ, সে ঘরে টিকটিকি ছদ্মবেশে একটা বৈদ্য বাস করে। বৈদ্যটি তাকে বিয়ে করতে চাইলে বৈদ্যকে সে শর্ত দেয় তোমাকে আগে মেরে ফেলার। আর বৈদ্যের বুদ্ধির মোতাবেক সে তোমাকে এতসব কষ্টসাধ্য কাজ করাচ্ছে। তখন ভাইটি পানি নিয়ে এসে বোনকে দিলে বোনটি তখন একটু মাত্র পানি পান করে বাকী আর করল না। তখন ভাইটি বলল সব পানি পান করতে কারণ দূর থেকে অনেক কষ্ট করে এই পানি সংগ্রহ করা হয়েছে। ভাই ঘুঘুর কথা প্রেক্ষিতে বোনের চালাকি সব বুঝে ফেলল। তখন ভাইটি সব রাক্ষসদের আদেশ দিল ঘরের মধ্যে যা পোকামাকড় পাবে সব খেয়ে ফেলতে এবং শেষ হলে ঘরটি আগুন ধরিয়ে দিতে। রাক্ষসেরা রাজপুত্রের কথা মতো ঘরের সব পোকামাকড় খেয়ে ফেলল আর খাওয়া শেষে ঘরটি আগুন ধরিয়ে দিল।

প্রবাদ, ধাঁধা ঃ

- সংগ্রহে ঃ লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা ও কর্মধন তনচংগ্যা

(ক) কিঠ্‌সা/ দা-অ কথা/প্রবাদ ঃ পেলায় পেলায় বাজ্জাবাড়ি খান, লুত মুঅত্‌ জয়- লুত মুঅত্‌ খয়, পেনৎ ভুক মুঅত্‌ লাইত, একআ শিলৎ তলে একআ কাঁ-ড়া, নরম পালে উ-ম কুরাইঅ খুদান, মরা বাইস্যা সমারে জেদা বাইস্যা পুরি জান, আকল বাদি অনা, ইচা গুউনি অনা, ইহিম্‌ কামত্‌ ফল পানা,উসুনা কুড়ায় ডাক কারা না, কুড়া লাইত, ঢি-লঅ দরে কুড়া ছ ন পুছানা, সিনডালে-অ লো ন নিড়ানা, মুঅ গুনে ব্যাঙ মরা, ঠেঙ(অ) কোইত্‌ উরি দেনা, ঘি-জনঅ ছেড়ে ছুমানা, পাইরে পাইরে বাইরে পাইত, গউট্টুন মুত গন অনা, রাঙা কালা মু অনা, ভুত্তোয়্যা কুউরে রোড কারা-না, আইনে আইনে ধদাডোনি টিক্ক্যা কা (অ)রা গরি, দা-শি দিলে নাচি খায় সবা-ইত্‌ ন পালে মা-ই খাই, ইসা-ব (হিসাব) গোত্থু (গরু) বায়ে (এ) খাই, খাড ন খাড ন খাড বালা যাড ন যাড ন যাড বালা, মুঅত্‌ যউক পেনৎ ন যউক, বাযু ফিরানা, নিমায়্যা নিতু, চিয়ন পঅা কদা কুরা ও,সর্প ও ন চিনা না,টাউ সুমা, ছাঅ-ল কানত্‌ মন্ত্র বরায় দেনা, আইছ্‌ কানত্‌ কুউরে রোউ না, সাপ্‌য়া উলে পুদাই দ ব্যাঙয়্যা উলে লাফাই দ,আগে গেলে বা-ঘে খায় পিছে থালে সোনা পাই।

(ড. মনিরুজ্জামান,প্রবাদ ও তনচংগ্যা প্রবাদের সাংস্কৃতিক অভিমুখ-পহর জাঙাল, ৫ম সংখ্যা)

(খ) ধাঁধা ঃ এক কাঁ-আ খালে এক কাঁ-আ তায় (শামুক), মাদি বিধিরে রোউত্‌ পুদি (হলুদ), ফিরের গুর গুর ফাদের মাদি (লাঙ্গল), মাদিত্‌তুন অচল ঘরত্‌তুন নিচল (মাচাং), মা-বা কানে ছ-বা দাঅর অয় (নাদি সিরা/নাতাই ও সুতার টুম), ধুজ্যা সাগরত্‌ থালা ভাসন (তারা), আকাশত্‌ ঘর পাদালত্‌ দুয়ার কোই ন পাইলে খাবে চআর (বাবুই পাখির বাসা), ন পালে তআয় পালে ন আনে (পথ), গাইচ্য উবুরে পানি কঁআ (ডাব), এক বুজ্জ্যা খান ঘি-বুজ্জ্যা চায় তান (মুখ ও দুটি হাটু), চিয়ন লক্কে কাদা বুড়া উলে পাদা (শন), বিল ছোয়ালে বঅা মরে (কেরোসিনের বাতি), বাঁ ঘরত্‌ বুজ্জ্যা দুন্দুরায় (খই ভাঙ্গানো), ঘর আহে দুয়ার নাই মানু-ইত্‌ আহন্‌ র- নাই (উই পোকার বাসা), দুইল্লো এক মুঠ ইরি দিলে এক্‌ বেদেরাং (জাল), আথা আহে দুছা নাই লেল্লা আহে পাদা নাই (স্বর্ণলতা), বুক ভুব বিছি কালা কদা কয় মধুমালা (বেহেলা), কাইদে গুলা বুদুনী নাই (ডিম), এক বুজ্জ্যা কদা কয় (বই), শিরা নাই বুজ্জ্যা মানইত্‌ গিলে (শার্ট), একুল পানি ওকুলত্‌ যাই (মদ), আহা কাবিলে দুসা মরে (গাড), চাইত্‌ উবা খাইলত্‌ লেত্‌ (দোলনা), রাজার আইত্‌ লেজত্‌ দোইলে কাইত্‌ (ঢেঁড়ি), লুদি টানিলে মোইন গুচুরে (কিংখরঙ), এরিং বিরিং তিরিং বাই চোক ঘি-বা তার মাদা নাই (কাঁকড়া)।

(লেখকদ্বয় কর্তৃক সংগৃহীত)

(গ) পসন এর নাম(গল্প) ঃ কলাথুর কন্যা, বাঘ ও শুকরের মিতালী, তেন্দেরার পাঙ্খন, দুলুকুডী,পিত্তয়া চান, চিমুজ্যার লুক্কীবর পানা, পুরীকন্যা মালোহারী, নিতাং সুতাং, রাঙকাইত্‌ বুলির সর্প মারা না, মানিক পুদি কন্যা, বেঙ্গমা-বেঙ্গবী, টুনটুনি ও কুস্যা ব্যাঙ, ভূতের গল্প, কুজ্যা কুইনি পসন, বুজ্যা বুড়ির পিদা খানা, মিত্তিন্যা পসন, কবী-ধবী, বেঙ্যা, বান্দুরী, আলচিয়া, তলা গুরু, দুলোক কুনি, মিরা রাচা, সুবাত্তুরী আ পেত্তয়া কিউং, আলচিয়া মিদি ঙ্যা, এক বিগেইশ্যা, গুল চিনা, ভুলা-ভুলি, শেয়াল্যা আ হুআইতস্যোয়া, বুজ্যা-বুড়ী আ বাঘ্যা, বুড়ী আ ভুত্তোয়া, বেলেই কন্যা, খুস্যোয়া বেঙ আ সুবাত্তুরী, গুগ মা, রাচা ভাগান্যা নাক্কোন্‌ চিনা, কাইত্‌ কন্যা, গুগবা বাঘ্যা আ পেচাবা, বুজ্যা বুড়ী, দাদু ঙ্যা দাদুডী, মিরা আ পারান্‌ বন, চানমুনি সূর্য মুনি, আলচিয়া, উইডোয়া আ কবাবা বন।

(রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা, তঞ্চঙ্গ্যা জাতি, প্রকাশ-২০০০ এপ্রিল এবং লেখক কর্তৃক সংগৃহীত)

CS CamScanner

কবিতা ও ছড়া ঃ

শুভ কামনা

- শ্রদ্ধা শংকের তঞ্চঙ্গ্যা

প্রথম প্রকাশিত এই "সিক্কাবা" পত্রিকা,
বয়ে আনুক জাতির জন্য শুভ বার্তা।
শুভ সার্থক ও সুন্দর হোক এটাই মোর কামনা,
আগামী প্রজন্মের জন্য বয়ে আনবে প্রেরণা।
"সিক্কাবা"র পেছনে যারা দিয়েছেন মন,
বৃথা যাবেনা তাদের সার্বিক পরিশ্রম।
পরিশেষে কামনা করি একটাই-
ঐক্য হয়ে কাজ করতে যেন ভুলে না যাই।

প্রত্যাশা

-বিলোচান তঞ্চঙ্গ্যা

ভুলে ভরা জীবন হায়
চলেছি একা
কত হাসি, কত গান আর
কত যে গল্প কথা।
নিজের কারণে অজানা বিচরণে
হারিয়েছি কত জীবনের স্রোত ধারা
পেরিয়েছি স্তব্দ হয়ে যাওয়া
কঠিন কত বাঁধা।
তবুও যে ছাড়িনি হাল
তুলেছি নোঙর আর পাল
ছিড়িনি লিখে রাখা ডায়রীর পাতা
যদি মেলে কোন দিন সেই
প্রত্যাশিত রতনের দেখা।

মনঅ আওইত্

-অনন্যা তঞ্চঙ্গ্যা (অগ্নি)

আমি যদি খিলিবার যে
তুমি কুবা দাঙঅ উইয়্যাত
আমি যদি দাঙঅ অই হালে
তুমি ক্যা আমানে কঅরো
তুই সিগুন বুইয়্যাত।

সিগুনো নয় দাঙঅ-য় নয়
আমি হালে কি ?
আমানে বুঝিবার জ্যা
আমি-র চে নিজঅ দুক্যা খেবাত
আমানে খেবার জ্যা।

আমি আর ঘ বিরে খেবাত ন চে
আমানে নিগিবাত জ্যা
আমি মন খুলি উইবাত চে
আমানে খাঁচাত নঅ থুইয়্যা
যদি আমানে বানি রাগঅ, উবং আমি ফানুইত্
উবে উরি উবে নখেবং, তলে লামিবং একদিন
সাই জ্যা আমানে বানি নঅ থুইয়া, উবাত সে আমি মানুইত্
উবে উরি উবে খেবং সুগে খেবং ব্যাক দিন।

মনত্ দুঃগ্

রনি তঞ্চঙ্গ্যা

বেচাল আর রাগ নগেত্ তুই
তয়ো এক্কান কথা কৈই রবং
দুখ্যা কবালত্ সুগঅ আশায়
হুআউত্ গৈইয়ং তগে মুই।।
এ জনমত্ বানা ত কথা
উরে ভারী মর ই মনত্
দুঃগঅ দিনঅ সুগঅ স্বপন হরক তানহত
সি মনঅ ভাবনাত্ তুই দিলে কথা
থাবে বিলি মনুগত্ জনম ভরা।।
ভারিক সারে তয়ে
মিশা দিনত মিশা কথা কলে
সত্য নাচ্চে তঅ মিশা স্বপন
হরক আ ফল অবো
ভাবি নপং কনঅ দিন ফেলাই যাবে যে।।
আমনরে বেয়াগে খেসেরা গঅন
গলা ভরা ধান আ টেঙ্গা পৈইসা নাই বিলি
মুই ই কথান দো বিশ্বাত্ যাং
দুগর্ পরে রো সুগ আইস্যে শুনজিনে কন ।।
মঅ ইয়ান দো উলঅ জীবনঅ ভুল
দুঃখ্যা কুলত জম্মিনাই সুগঅ স্বপন ভাবানা
দগ পিখিমি আক্কা উইয়ে মঅ
সি আক্করত্ তোয়ে তগাং
পল্লাই আগইত্ কুদি,তগাই নপাং কনঅ কুল।।
মানাই জীবন কঠিন জীবন ভাবী লৈইয়ং মুই
এ জনমান কেনে কারাইন তয়ে ছাড়া মুই
নাগর গেলে কুরু তুই।।

সিওকাবা ডেস্ক থেকে ঃ

২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থার মহাসম্মেলনের প্রতিবেদন

২৫-২৬ শে ডিসেম্বর-২০০৯ 'বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা'র ৬ষ্ঠ কেন্দ্রীয় বার্ষিক সম্মেলন ও প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয়। দুইদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এই মহাসম্মেলনে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও কক্সবাজার অঞ্চল থেকে কাউন্সিলর ও পর্যবেক্ষকগণ অংশগ্রহণ করেন। সব অঞ্চলের তঞ্চঙ্গ্যাদের মিলন মেলায় মুখরিত হয় রাঙ্গামাটির ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গন। নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত শিক্ষার্থীদের প্রাণ চঞ্চলতা- যোগ হয় সম্মেলনের নতুন মাত্রা। দুইদিন ব্যাপি অনুষ্ঠিত প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও সম্মেলন উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতি সংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের সদস্য, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ও চাকমা সার্কেল চীফ মাননীয় রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায়। বিশেষ অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক অনুষদ বিভাগের সম্মানিত ডীন ড. গাজী সালেহ্ উদ্দিন, রাংগামাটি জেলা বিএনপি'র সম্মানিত সভাপতি, প্রাক্তন সিনিয়র যুগ্ম জেলা জজ বাবু দীপেন দেওয়ান, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সম্মানিত সদস্য বাবু অভিলাষ তঞ্চঙ্গ্যা, রাংগামাটি জেলা জাতীয় পার্টির সম্মানিত সভাপতি জনাব হারুন উর রশীদ। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থার কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক প্রসন্ন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা । তাঁদের উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। উদ্বোধনী পর্ব শেষে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সংস্থার ১২টি অঞ্চলের অঞ্চল প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতিতে কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিল অনুষ্ঠানে অঞ্চল প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে - টেকনাফ প্রতিনিধি বাবু শৈপুচিং তঞ্চঙ্গ্যা, নাইক্ষ্যংছড়ি প্রতিনিধি বাবুল কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, আলীকদম প্রতিনিধি রবিউদয় তঞ্চঙ্গ্যা (রু), রোয়াংছড়ি প্রতিনিধি বিশ্বনাথ তঞ্চঙ্গ্যা, বান্দরবান সদর প্রতিনিধি মিলন কবিরাজ, রমতিয়া ও রাজভিলা অঞ্চল প্রতিনিধি প্রীতিরঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যা, রাজস্থলী অঞ্চল প্রতিনিধি চানমনি তঞ্চঙ্গ্যা, কাপ্তাই অঞ্চল কমিটির প্রতিনিধি বাবু দয়ারাম তঞ্চঙ্গ্যা, বিলাইছড়ি অঞ্চল প্রতিনিধি জনাব যতীন চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, (হেডম্যান), রাঙ্গামাটি সদর অঞ্চল প্রতিনিধি বাবু রনি তঞ্চঙ্গ্যা, রইশ্যাবিলি অঞ্চল প্রতিনিধি কমলধন তঞ্চঙ্গ্যা, সুদীপ তঞ্চঙ্গ্যা, কাপ্তুয়া অঞ্চল প্রতিনিধি বাবু অরুণ তঞ্চঙ্গ্যা, বাবু অমর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, (ভাইস চেয়ারম্যান, বিলাইছড়ি উপজেলা পরিষদ), মিস সুচিত্রা তঞ্চঙ্গ্যা, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, (বান্দরবান অঞ্চল) সন্তু তঞ্চঙ্গ্যা, চেয়ারম্যান, নোয়াপতং ইউপি, বাবু উজ্জ্বল তঞ্চঙ্গ্যা, সাংবাদিক (তঞ্চঙ্গ্যা ছাত্র কল্যাণ ফোরাম), কমলা রানী তঞ্চঙ্গ্যা (রাজস্থলী অঞ্চল) প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় ও সমাপনী দিনে সকাল সেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মাননীয় প্রতিমন্ত্রী দীপংকর তালুকদার এম.পি আর বিকেল সেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান নিখিল কুমার চাকমা। পরে তঞ্চঙ্গ্যাদের ঐতিহ্যবাহী নাচ-গান, নাটিকা আর গীঙ্গুলী গানের আয়োজনের মধ্যে দিয়ে সম্মেলন পর্ব সমাপ্ত হয়।

সম্মেলনের প্রথম দিনে বিকেল বেলায় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত ১২টি অঞ্চলের অঞ্চল প্রতিনিধিদের নিয়ে ভোটাভোটির মাধ্যমে নতুন কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির নির্বাচন করা হয়। ভোটাভোটির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত ৫১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কেন্দ্রিয় কমিটির তৃতীয় বারের মতো সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন বান্দবানের প্রসন্ন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা, প্রথমবারের মতো সংস্থার কেন্দ্রীয় মহাসচিব হিসেবে নির্বাচিত হন এ্যাড. দীননাথ তঞ্চঙ্গ্যা। সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদের সদস্য অভিলাষ তঞ্চঙ্গ্যা এবং অর্থ সম্পাদক রনি তঞ্চঙ্গ্যা নির্বাচিত হন।

CS CamScanner

এ ছাড়াও সংস্থার অন্যান্য পদে যারা নির্বাচিত হয়েছেন

সংস্থার নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি নিম্নরূপ

১) সভাপতি	-	বাবু প্রসন্ন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা ,সদস্য, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ, (বান্দরবান)
২) সিনিয়র সহ-সভাপতি	-	বাবু উপেন্দ্র লাল তঞ্চঙ্গ্যা (রাঙ্গামাটি)
৩) ১) সহ-সভাপতি	-	বাবু অধ্যাপক মিলন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা (রাঙ্গামাটি)
৪) ২) সহ-সভাপতি	-	মিসেস সুচিত্রা তঞ্চঙ্গ্যা, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, বান্দরবান সদর। (বালাঘাটা/বান্দরবান)
৫) ৩) সহ-সভাপতি	-	বাবু রবি উদয় তঞ্চঙ্গ্যা (আলীকদম)
৬) মহা সচিব	-	এ্যাডভোকেট দীননাথ তঞ্চঙ্গ্যা, সভাপতি রাঙ্গামাটি জেলা আইনজীবি সমিতি, (রাজস্থলী)।
৭) ১) যুগ্ম-মহা সচিব	-	বাবু কাঞ্চন জয় তঞ্চঙ্গ্যা সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান, রোয়াংছড়ি
৮) ২) যুগ্ম-মহা সচিব	-	বাবু জয়সেন তঞ্চঙ্গ্যা, উপজেলা চেয়ারম্যান, বিলাইছড়ি, (ফারুয়া/বিলাইছড়ি)
৯) অর্থ সম্পাদক	-	বাবু রনি তঞ্চঙ্গ্যা (ভোয়াল্যা/রাঙ্গামাটি)
১০) সাংগঠনিক সম্পাদক	-	বাবু অভিলাষ তঞ্চঙ্গ্যা,সদস্য,রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ (বিলাইছড়ি/রাঙ্গামাটি)।
১১) ১) সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক	-	বাবু রণজিৎ তঞ্চঙ্গ্যা (রাঙ্গামাটি)
১২) ২) সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক	-	বাবু জহর লাল তঞ্চঙ্গ্যা, মেঘলা, বান্দরবান।
১৩) দপ্তর সম্পাদক	-	বাবু প্রীতি রঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যা (রমতিয়া/রাজভিলা)
১৪) সহ দপ্তর সম্পাদক	-	মিসেস ভাগ্যপতি তঞ্চঙ্গ্যা (রাজস্থলী)
১৫) প্রচার সম্পাদক	-	বাবু দয়ারাম তঞ্চঙ্গ্যা (বারঘোনিয়া/কাপ্তাই)
১৬) সহ প্রচার সম্পাদক	-	বাবু প্রিয় রঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যা,হেডম্যান, (ফারুয়া)
১৭) সাংস্কৃতিক সম্পাদক	-	মিজ এ্যানি তঞ্চঙ্গ্যা (রাঙ্গামাটি)
১৮) সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক	-	বাবু চন্দ্র জয় তঞ্চঙ্গ্যা (রেইচা/বান্দরবান)
১৯) মহিলা ও শিশু কল্যাণ সম্পাদক	-	মিজ অমিতা তঞ্চঙ্গ্যা (রাঙ্গামাটি)
২০) সহ মহিলা ও শিশুকল্যাণ সম্পাদক	-	মিজ উকিংসো তঞ্চঙ্গ্যা (নাইক্ষং ছড়ি)
২১) সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	-	বাবু শিশির তঞ্চঙ্গ্যা (রোয়াংছড়ি)
২২) সহ সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	-	বাবু কমলধন তঞ্চঙ্গ্যা (রইশ্যা বিলি)
২৩) পাঠাগার, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক	-	বাবু লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (রাজস্থলী)
২৪) সহ-পাঠাগার,সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক	-	বাবু কর্ম ধন তঞ্চঙ্গ্যা (কাপ্তাই)
২৫) ক্রীড়া সম্পাদক	-	বাবু শ্রদ্ধা শংকর তঞ্চঙ্গ্যা (রাজস্থলী)
২৬) সহ- ক্রীড়া সম্পাদক	-	বাবু মণি স্বপন তঞ্চঙ্গ্যা (টেকনাফ)
২৭) যুব কল্যাণ সম্পাদক	-	বাবু যুদ্ধ মণি তঞ্চঙ্গ্যা (আলী কদম)
২৮) সহ-যুব কল্যাণ সম্পাদক	-	বাবু বীরউত্তম তঞ্চঙ্গ্যা(বিলাইছড়ি)
২৯) ছাত্র কল্যাণ সম্পাদক	-	বাবু উজ্জল তঞ্চঙ্গ্যা (বান্দরবান)
৩০) সহ-ছাত্র কল্যাণ সম্পাদক	-	বাবু বিদ্যালাল তঞ্চঙ্গ্যা, ইউপি সদস্য, (ফারুয়া)
৩১) চাকুরীজীবি কল্যাণ সম্পাদক	-	বাবু বাবুল তঞ্চঙ্গ্যা (বান্দরবান)
৩২) সহ-চাকুরী জীবি কল্যাণ সম্পাদক	-	বাবু শ্যামল তঞ্চঙ্গ্যা (বিলাইছড়ি)

CamScanner

৩৩) তথ্য ও গবেষনা সম্পাদক	-	বাবু সত্যবিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা(রাজস্থলী)
৩৪) সহ- তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক	-	বাবু মিলন কবিরাজ (বান্দরবান)
৩৫) হিসাব রক্ষক	-	বাবু উদ্ধেন্দু বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা (বান্দরবান)
৩৬) হিসাব নিরীক্ষক	-	বাবু দিলীপ কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (১) (রাজস্থলী)
৩৭) সহ-হিসাব নিরীক্ষক	-	বাবু ভোলানাথ তঞ্চঙ্গ্যা (কাপ্তাই)
৩৮) পূর্ণাঙ্গ সদস্য	-	বাবু অংশৈপ্রু তঞ্চঙ্গ্যা (নাইক্ষ্যাছড়ি)
৩৯) পূর্ণাঙ্গ সদস্য	-	বাবু সুমন তঞ্চঙ্গ্যা (নাইক্ষ্যাং ছড়ি)
৪০) পূর্ণাঙ্গ সদস্য	-	বাবু শান্তি কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (বগাছড়ি/জুরাছড়ি)
৪১) পূর্ণাঙ্গ সদস্য	-	বাবু রাধি কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (ভোয়াল্যা/রাঙ্গামাটি)
৪২) পূর্ণাঙ্গ সদস্য	-	বাবু সিদ্ধার্থ তঞ্চঙ্গ্যা (রাঙ্গামাটি)
৪৩) পূর্ণাঙ্গ সদস্য	-	বাবু বাবু সুরেশ তঞ্চঙ্গ্যা (কাপ্তুয়া)
৪৪) পূর্ণাঙ্গ সদস্য	-	বাবু তরুণ কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা, হেডম্যান (বল্লালছড়া/বিলাইছড়ি)
৪৫) পূর্ণাঙ্গ সদস্য	-	বাবু অমৃতসেন তঞ্চঙ্গ্যা (বিলাইছড়ি)
৪৬) পূর্ণাঙ্গ সদস্য	-	বাবু সুবিমল তঞ্চঙ্গ্যা, প্রধান শিক্ষক ওয়াগ্গা উচ্চ বিদ্যালয়, (কাপ্তাই)
৪৭) পূর্ণাঙ্গ সদস্য	-	বাবু সন্তু বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা, ইউপি, চেয়ারম্যান (নোয়াপতং/রোয়াংছড়ি)
৪৮) পূর্ণাঙ্গ সদস্য	-	মিস স্বপ্না তঞ্চঙ্গ্যা (বান্দরবান)
৪৯) পূর্ণাঙ্গ সদস্য	-	বাবু অরুণ তালুকদার হেডম্যান (ওয়াগ্গা/কাপ্তাই)
৫০) পূর্ণাঙ্গ সদস্য	-	বাবু শৈপুচিং তঞ্চঙ্গ্যা (তেলখোলা/টেকনাফ)
৫১) পূর্ণাঙ্গ সদস্য	-	বাবু বগেন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা (রাজভি লা)
৫২) বিকল্প সদস্য	-	মিস চম্পা তঞ্চঙ্গ্যা (রাঙ্গামাটি)
৫৩) বিকল্প সদস্য	-	
৫৪) বিকল্প সদস্য	-	

বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থার প্রতিনিধিদলের ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম চাকমা কন্‌ফারেন্সে (দৈনাক/তঞ্চঙ্গ্যা চাকমা গ্রুপ) যোগদান

গত ১৯-২০শে মার্চ-২০১১ ভারতের দক্ষিণ ত্রিপুরা রাজ্যের দেবীপুরে অনুষ্ঠিত চাকমা কন্‌ফারেন্সে (দৈনাক/তঞ্চঙ্গ্যা চাকমা গ্রুপ) বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থার একটি প্রতিনিধি দল এতে অংশগ্রহণ করেন। তিন সদস্য বিশিষ্ট্য প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থার মহাসচিব এ্যাড. দীননাথ তঞ্চঙ্গ্যা। আর অন্যরা হলেন এ্যানি তঞ্চঙ্গ্যা-সাংস্কৃতিক সম্পাদক-বাতকস, অল্প কুমার তঞ্চঙ্গ্যা-সদস্য, বাতকস। দেবীপুরের চাকমা সোসিও কালচারাল অর্গানিজেশন (সিএসসিও) এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দুই দেশের তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক সেতু বন্ধন তৈরী করা।

দুইদিন ব্যাপি এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতি সন্ধ্যারাণী চাকমা, ত্রিপুরা উপজাতীয় স্বশাসিত জেলা পরিষদের শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ বিভাগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থার মহাসচিব এবং রাঙ্গামাটি বার এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি এ্যাড. দীননাথ তঞ্চঙ্গ্যা। আর অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন নির্মল চাকমা (তঞ্চঙ্গ্যা), ভাইস চেয়ারম্যান-মহকুমা পঞ্চায়েত, শান্তি বাজার। অনুষ্ঠান শুরুতে আগত অতিথিদের বেইজ এবং তঞ্চঙ্গ্যাদের ঐতিহ্যবাহী (মাধাখবঙ) উত্তরীয় পড়িয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ ভারতে বসবাসরত তঞ্চঙ্গ্যাদের এক মিলন মেলায় পরিণত হয়। তারা তঞ্চঙ্গ্যাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পড়ে এই অনুষ্ঠান স্থলে হাজির হন। দু'দিনের এ অনুষ্ঠানে দুই বাংলায় বসবাসরত তঞ্চঙ্গ্যাদের সামাজিক প্রথা, রীতি নীতি, এবং সাংস্কৃতিক বিষয়াদির উপর আলোচনা ও মত বিনিময় করা হয় এবং অনুষ্ঠান শেষে তঞ্চঙ্গ্যাদের ঐতিহ্যবাহী গীংগিলী গীত সহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়।

CS CamScanner

প্রকাশনা সংবাদ ঃ

তঞ্চঙ্গ্যাদের সম্পাদিত নিজস্ব প্রকাশনা ঃ

১. **বলাকা**- সম্পাদক: বাবুল সেন তঞ্চঙ্গ্যা (প্রয়াত)।
২. **বিষু**-১ম সংখ্যা (প্রকাশনায়- বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা,রাংগামাটি সদর অঞ্চল, সম্পাদনায়-সংকলন প্রকাশনা উপ-কমিটি/১৪০৮ বাংলা।)
৩. **পহ্‌র জাঙাল**- সম্পাদক : পলাশ তঞ্চঙ্গ্যা -১ম সংখ্যা,কর্মধন তঞ্চঙ্গ্যা -২য়,৪র্থ,৫ম সংখ্যা,উজ্জ্বল তঞ্চঙ্গ্যা -৩য় সংখ্যা ও সন্তোষ তঞ্চঙ্গ্যা-৬ষ্ঠ সংখ্যা। প্রকাশনায়: পহ্‌র জাঙাল প্রকাশনা পর্ষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
৪. **টৈনগাঙ**- সম্পাদক : জ্যোতি বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা-১ম সংখ্যা,মৃণাল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা-২য় সংখ্যা,অজয় কুমার তঞ্চঙ্গ্যা-৩য় সংখ্যা,অমিত তঞ্চঙ্গ্যা-৪র্থ সংখ্যা।
৫. **রাঙাফুল**- সম্পাদক: কমল সেন তঞ্চঙ্গ্যা-১ম সংখ্যা,সুজিন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা-২য় সংখ্যা
৬. **ছিনা-মেইন**-সম্পাদক:সুমন জ্যোতি ভিক্ষু,ফাবুয়া শিক্ষা-ছাত্র কল্যাণ ট্রাস্ট।
৭. **ন-আ শমন**-সম্পাদক:আনন্দ সেন তঞ্চঙ্গ্যা, তঞ্চঙ্গ্যা ইয়ুথ সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত, মোট ৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

লেখা আহ্বান

আগামী নভেম্বর-২০১২ইং 'সিতকাবা'র দ্বিতীয় সংখ্যা বের হতে যাচ্ছে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের সংস্কৃতি, ঐতিহ্যগত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ছড়াসহ নানা আয়োজন নিয়ে। লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০সেপ্টেম্বর-২০১২।

সংগঠনের সংবাদ/প্রবন্ধ/লোককাহিনী/কবিতা/প্রবাদ/প্রবচন/শ্লোক/ভ্রমনকাহিনী/রম্যরচনা/ধর্মীয়/তথ্য/গবেষণা ভিত্তিক লেখা/নাটিকা/ছোটগল্প/ঐতিহ্য/খেলাধূলা ইত্যাদি ছাড়া ও তঞ্চঙ্গ্যাদের আদিশব্দগুলিকে উদঘাটন সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে কুইজ আকারে দেয়া।

কুইজ প্রতিযোগিতা

প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য ঃ তঞ্চঙ্গ্যা শব্দ ভান্ডারের লুপ্তপ্রায় শব্দের ব্যবহার ,উদঘাটন করে শব্দভান্ডারকে আরও কলেবর বৃদ্ধি করা।

প্রতিযোগিতার নিয়ম ঃ প্রত্যেক প্রতিযোগিকে অবশ্যই কমপক্ষে ১০টি প্রাচিন/বিলুপ্তপ্রায়/আদি তঞ্চঙ্গ্যা শব্দ জমা দিতে হবে; যেকোন গছার উচ্চারণে, একটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন গছার উচ্চারণে হতে পারে। ১০টি শব্দের উপরে প্রত্যেক শব্দের জন্য ২টাকা হারে দেওয়া হবে।

যেমন ঃ ধন্যবাদ, নমস্কার, মাননীয়, সভাপতি, ভেবে দেখি, আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভালবাসা, অন্তরের কথা ইত্যাদি।

<u>লেখা পাঠানোর ঠিকানা</u>
কর্মধন তঞ্চঙ্গ্যা
সাস অফিস, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি।
ই-মেইল ঃ karma_cht@yahoo.com
Mob : 01717-374243, 01840198146

CamScanner

ছাবা পাইত্যাং / ফটো গ্যালারী

৬ষ্ঠ প্রতিনিধি সম্মেলনের প্রথম দিনে জাতীয় পতাকা ও সংস্থার পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সম্মেলনের উদ্বোধন করছেন প্রধান অতিথি মাননীয় চাকমা সার্কেল চিফ ব্যারিস্টার রাজা দেবাশীষ রায়।

প্রধান অতিথিকে উত্তরীয় পরিয়ে সংস্থার পক্ষ হতে বরণ করা হচ্ছে।

সম্মেলনের উদ্বোধনী দিবসে সংস্থার সভাপতি প্রান্তু কান্তি তঞ্চঙ্গ্যাকে উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করা হচ্ছে।

সম্মেলনের প্রথম দিনে মাননীয় প্রধান অতিথিকে সংস্থার সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হচ্ছে।

সম্মেলনের প্রথম দিনে পার্বত্য জেলা পরিষদ সদস্য বাবু অভিলাষ তঞ্চঙ্গ্যাকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হচ্ছে।

মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি বর্গ।

বক্তব্য রাখছেন সম্মানিত সদস্য রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ বাবু অভিলাষ তঞ্চঙ্গ্যা।

বক্তব্য রাখছেন বিশেষ অতিথি বাবু দীপেন দেওয়ান, প্রাক্তন সিনিয়র যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ।

ছাবা পাইত্যং / ফটো গ্যালারী

সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকদের একাংশ।

৬ষ্ঠ প্রতিনিধি সম্মেলনের ২য় ও সমাপনী দিনে রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নিখিল কুমার চাকমাকে উত্তরীয় পরিয়ে সংস্থার পক্ষ হতে বরণ করা হচ্ছে।

৬ষ্ঠ সম্মেলনের সমাপনী দিনের প্রধান অতিথি জনাব নিখিল কুমার চাকমা মাননীয় চেয়ারম্যান রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদকেও সংস্থার সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হচ্ছে।

৬ষ্ঠ প্রতিনিধি সম্মেলনে সমাপনী দিনে মাননীয় প্রধান অতিথির কাছ থেকে গুণীজন সম্বর্ধনানুষ্ঠানে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন বাবু মিলন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (কবিরাজ)।

মাননীয় জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা জনাব সৌরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী মহোদয়কে সংস্থার পক্ষ হতে সম্মাননা ক্রেস্ট অর্পন করা হচ্ছে।

মাননীয় পুলিশ সুপার জনাব মাসুদুল হক, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা মহোদয়কে উত্তরীয় পরিয়ে সংস্থার পক্ষ হতে বরণ করা হচ্ছে।

৬ষ্ঠ প্রতিনিধি সম্মেলনে মাননীয় পুলিশ সুপার জনাব মাসুদুল হক বক্তব্য রাখছেন।

বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থার ৬ষ্ঠ সম্মেলনের প্রধান অতিথি জনাব দীপংকর তালুকদার, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়-কে সংস্থার পক্ষ হতে উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করা হচ্ছে।

ছাবা পাইত্যাং / ফটো গ্যালারী

৬ষ্ঠ সম্মেলনের প্রধান অতিথির ভাষণ প্রদান করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব দীপঙ্কর তালুকদার।

৬ষ্ঠ সম্মেলনে নবনির্বাচিত কমিটির সহ-সভাপতি বাবু উপেন্দ্রলাল তঞ্চঙ্গ্যা বক্তব্য রাখছেন।

৬ষ্ঠ সম্মেলনে নবনির্বাচিত মহাসচিব এডভোকেট দীননাথ তঞ্চঙ্গ্যা স্বাগত বক্তব্য দিচ্ছেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ডীন ড. গাজী সালেহ উদ্দীন-কে সম্মেলনের প্রথম দিনে উত্তরীয় এবং ক্রেস্ট দিয়ে বরণ করা হচ্ছে

দক্ষিণ ভারতের দেবীপুরে তঞ্চঙ্গ্যা সম্মেলনের উদ্বোধক ত্রিপুরা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এর সিইএম শ্রীমতি সন্ধ্যা রাণী চাকমা-কে ব্যাচ পরিয়ে দিচ্ছেন

বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থার মহাসচিব-কে দক্ষিণ ভারতের দেবীপুরে তঞ্চঙ্গ্যা সম্মেলনে বরণ করছেন।

১৯-২০ মার্চ ২০১১ দক্ষিণ ভারতের দেবীপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম তঞ্চঙ্গ্যা কনফারেন্স (দৈনাক/তঞ্চঙ্গ্যা চাকমা গ্রুপ) এ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ঐতিহ্যবাহী পোষাকে তঞ্চঙ্গ্যা তরুণ-তরুণী

দক্ষিণ ভারতের দেবীপুরে ঐতিহ্যবাহী পোষাকে তঞ্চঙ্গ্যা রমণী।

CamScanner

ছাবা পাইতাং / ফটো গ্যালারী

৬ষ্ঠ সম্মেলনের মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপন করছেন বাম দিক থেকে তঞ্চঙ্গ্যা, তঞ্চঙ্গ্যা ও তঞ্চঙ্গ্যা।

তঞ্চঙ্গ্যা রমণীদের খেংখোং/বেংগা বাজিয়ে আনন্দ বিনোদন।

টেকনাফের তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামে বিঝু উপলক্ষে ঘিলা খেলা প্রতিযোগিতা।

জাতীয় পোষাকে তঞ্চঙ্গ্যা তরুণী।

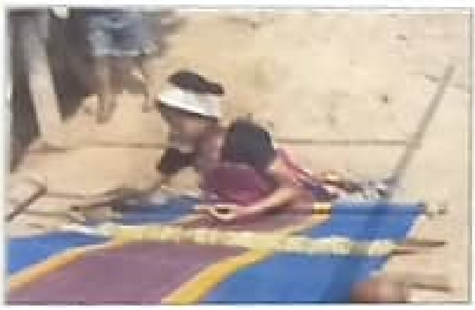

পিনুইন বুনা রত তঞ্চঙ্গ্যা তরুণী।

বুদ্ধ মোহন তঞ্চঙ্গ্যা বিজিনী গান পরিবেশনরত।

তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা কমিটির প্রথম সমন্বয় সভা।

দক্ষিণ ভারতের দেবীপুরে ঐতিহ্যবাহী পোষাকে তঞ্চঙ্গ্যা পুরুষ ও মহিলা।

ছাবা পাইত্যং / ফটো গ্যালারী

দূর পাহাড়ে তঞ্চঙ্গ্যা গ্রাম

সবজি চাষে তঞ্চঙ্গ্যা রমণীদের সাফল্য

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুদানে নির্মাণাধীন বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা কমপ্লেক্স

নির্মাণাধীন বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা কমপ্লেক্স'র কিয়দংশ

৬ষ্ঠ প্রতিনিধি সম্মেলনের সমাপনী দিনের সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন

দৈনন্দিন জীবন ও জীবিকার সংগ্রামে তঞ্চঙ্গ্যা নারী-পুরুষ

৬ষ্ঠ প্রতিনিধি সম্মেলনে সমাপনী দিনে উভা গীত পরিবেশন

স্বর্গীয় তঞ্চঙ্গ্যা শিল্পী দুলা মোহন তঞ্চঙ্গ্যা

জীবিকার তাগিদে কর্মচঞ্চল আদিবাসী তঞ্চঙ্গ্যা নারী ও পুরুষ

CamScanner